চন্দ্রলোকে যাত্রা

চন্দ্রলোকে যাত্রা

বাঙ্গালার প্রতাপ, রাণী ভবানী, আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ,
বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, পাতালে, বাঙ্গালীর বল
প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য বি, এ
প্রণীত

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী,
কলিকাতা ও ঢাকা।

মূল্য আট আনা

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

বাঙ্গালার প্রতাপ	...	॥০
রাণী ভবানী	...	॥৵০
আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ	...	১।০
বেলুনে পাঁচসপ্তাহ	...	১৲
পাতালে	...	১।০
বাঙ্গালীর বল	...	৪৲
পল্লী-সমাজ	...	১৵০

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
সিদ্ধেশ্বর প্রেস্‌
২৯ নং নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেন,
কলিকাতা।

ভূমিকা

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী জুলে ভার্ণেকে আমি প্রথমে বাঙ্গালা-পোষাকে বাঙ্গালীর ঘরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম যে, আরও সহকর্ম্মী পাইব। ক্রমে ক্রমে জুলে ভার্ণের তিন খানি পুস্তক বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলাম। 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' চতুর্থ। আজিও সহকর্ম্মী মিলে নাই! সেদিন দেখিলাম জুলে ভার্ণের "বেলুনে পাঁচ-সপ্তাহ" উর্দ্দূ ভাষায় অনূদিত-হইয়াছে।

শুনিতেছি, এ কালের বঙ্গসাহিত্যের হাটে জুলে ভার্ণের আর স্থান নাই! এখন নাকি সুলভ সংস্করণের নানা প্রকার গভীর মনস্তত্ত্বের আলোচনায় শুধু যুবা বা প্রৌঢ় নয়—'ডবল প্রমোশন' পাইয়া—ছেলেরাও মাতিয়াছে! ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয় এ কথা জানিয়া শুনিয়াও ছাড়িলেন না, কাজেই জুলে ভার্ণের সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থ "From the Earth to the Moon"—যাহা শুধু ছেলের নহে, ছেলের পিতারও চিত্তাকর্ষণ করে—অবলম্বন করিয়া 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' লিখিত হইল। ইহা উক্ত গ্রন্থের নিছক অনুবাদ নহে।

যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইল, ইহা পাঠ করিবার বয়স (!) ও আগ্রহ কি আমরা এখনো তাহাদের রাখিয়াছি? বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে এই প্রশ্নটী সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই এই ভূমিকা লিখিবার প্রয়োজন হইল। নিবেদন ইতি।

উলুবেড়িয়া (হাবড়া)
৩০শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল

নিবেদক
শ্রীরাজেন্দ্র লাল আচার্য্য

চন্দ্রলোকে যাত্রা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমিতি

মেরিকায় বাল্টিমোর নগর। সেই নগরের একটী প্রশস্ত গৃহে—সালের ৩রা অক্টোবর সায়ংকালে একটী সভা বসিয়াছিল। সভায় যত লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের কাহারও অঙ্গই সম্পূর্ণ ছিল না। কাহারও হাত ছিল, একখানঃ পা ছিল না—কাহারও পা ছিল, হাত ছিল না। কাহারও হস্ত এবং পদ দুই-ই ছিল—একটী চক্ষু, কি একটী কর্ণ ছিল না। কাহারও কাঠের হাত, কাহারও কাঠের পা, কাহারও পাথরের চক্ষু! সে দিনের সভায় হাত-কাটা, সভ্যের সংখ্যাই ছিল বেশী।

এই সভার সদস্যদিগের একমাত্র কাজই ছিল কামান, বারুদ ও গোলাগুলি নির্ম্মাণ করা। সেই জন্য সভার নাম ছিল গান্-ক্লাব। সভার সদস্যগণ সকলেই ছিলেন সুবিখ্যাত গোলন্দাজ। কেমন করিয়া কামান গড়িলে প্রকাণ্ড একটী গোলাকে বহুদূরে ফেলিতে পারা যায়—

কি করিলে সেই দূর-নিক্ষিপ্ত অগ্নি-গোলক মুহূর্ত্তে বহু লোককে নিহত করিতে পারে, ইহাই ছিল গান্-ক্লাবের সদস্যদের একমাত্র চিন্তার বিষয়। কামান, বারুদ এবং গোলাগুলির পরীক্ষা করিতে যাইয়াই তাঁহারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাইতেন। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না! কিসে বেশী মানুষ মারিতে পারা যায়, কামান, গোলা ও বারুদের সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তাঁহারা নর-জন্ম সার্থক বলিয়া মনে করিতেন!

দেশে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতেছিল, সহসা একদিন তাহা থামিয়া গেল। বিদেশেও চারিদিকে শান্তি স্থাপিত হইল। গান্-ক্লাবের সদস্যেরা দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আর ত' নরহত্যা করিবার সুযোগ নাই! নব-আবিষ্কৃত কামান ও গোলার শক্তি যে কত উন্নত হইল, তাহা ত' আর পরীক্ষা করিবার উপায় নাই! মর্টার, হাউইজার প্রভৃতি তখন গড়ের মধ্যে কর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়া রহিল, গোলাগুলি স্তূপীকৃত হইয়া মুক্ত প্রান্তরে মরিচা ধরিতে লাগিল। গান্-ক্লাবের নির্ম্মিত কামানের গোলায় একদিন যেখানে রণক্ষেত্রে ছোট-বড় শত শত গভীর গর্ত্ত হইয়াছিল, কৃষকগণ সে সকল পূর্ণ করিয়া আবার হলকর্ষণ করিতে লাগিল। সদস্যেরা দেখিলেন একে একে তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্নগুলিও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে! সমরক্ষেত্রে সে শোণিত লেখা নাই—শত শত গভীর গহ্বর নাই—পুঞ্জীকৃত কঙ্কালরাশি আর তাঁহাদের গোলার শক্তি প্রচার করে না! সর্ব্বনাশ! এ কি হইল! আমেরিকার সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ একেবারে মিটিয়া গেল!

ক্লাবের কক্ষে আর সভা বসিত না। কেনই বা বসিবে—কাজ ত'

কিছু ছিল না। দুই চারিজন প্রধান প্রধান সদস্য ভিন্ন কেহ আর তখন ক্লাবে আসিত না। দেশী-বিদেশী রাশি রাশি সংবাদপত্র টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিত, কেহ মোড়ক পর্য্যন্ত খুলিত না। কক্ষের প্রান্তে বেশ উজ্জ্বল হইয়া আগুন জ্বলিতেছিল। সেই আগুন পোহাইতে পোহাইতে মিষ্টার হাণ্টার বলিলেন,—“কি আপ্‌শোষের কথা! আমরা যে একেবারেই কুঁড়ে হ'য়ে পড়্‌লাম! হায় রে সেদিন, যেদিন কামানের শব্দে ঘুম ভাঙ্গত—আবার কামানের ধ্বনিতে অভিনন্দিত হ'য়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। উঃ! জীবনটা দুর্ব্বহ ব'লে মনে হ'চ্ছে।” মিষ্টার হাণ্টার এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চরণখানি যে অগ্নি-স্পর্শে দগ্ধ হইতেছে, মোটেই সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না!

নিজের ভগ্ন-বাহুখানি প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়া মিঃ বিল্‌স্‌বি কহিলেন,—“আর কি ভাই সে দিন ফির্‌বে! একটা কামান তৈরি হ'তে না হ'তেই অমনি তার পরীক্ষা আরম্ভ হ'তো। তারপর যেই শিবিরে ফিরেছি, অমনি বন্ধুদের মুখে কত জয়ধ্বনি! কি আনন্দ তাদের যে আমার কামানে সে দিন অনেক বেশী মানুষ মেরেছে! অমন আর হয় না—হ'বে না!”

মিষ্টার ম্যাট্‌সন্‌ ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক। গাটাপার্চ্চায় নির্ম্মিত তাঁহার দক্ষিণ করটি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি কহিলেন,—

“তাই ত' ভাই! নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধের ত' কোনো সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। আজ সকালে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে আমি একটা নূতন কামানের ছবি এঁকেছি! শুধু ছবি নয়—ছবি, মাপ, ওজন সব! এ

যদি ব্যবহার ক'র্‌তে পারা যেত—তা' হ'লে দেখ্‌তে যে বর্ত্তমান রণনীতিই বদ্‌লে গেছে!"

কর্ণেল ব্লুম্‌স্‌বি তাঁহার পাথরের দক্ষিণ চক্ষুটা একবার বাহির করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—

"তাই নাকি?"

ম্যাট্‌সন্ বলিলেন,—"তা' বৈকি। এই দেখনা ছবি খানা! কিন্তু এত অধ্যয়ন, এত চিন্তা, এত শ্রম আর কিসের জন্য? আমেরিকার লোক ত' আর যুদ্ধ-টুদ্ধ ক'র্‌বে বলে' বোধ হ'চ্ছে না!"

কর্ণেল। চলনা ভাই, আমেরিকা ছেড়ে য়ুরোপে যাই। তারা আমাদের মত নয়, কথায় কথায় যুদ্ধ করে।

হাণ্টার। তা'তে আর আমাদের কি?

কর্ণেল। কেন? তাদের হ'য়েই কামান তৈরি ক'র্‌ব। মানুষ মারার পরীক্ষা—সে যেখানে-সেখানে ক'র্‌লেই হ'লো।

হাণ্টার। তাই কি হয়? আমেরিকান্ হ'য়ে বিদেশীর জন্য কামান গ'ড়্‌বো!

কর্ণেল। কিছু না করার চেয়ে ত ভালো। অনভ্যাসে জানা বিদ্যাও যে ভুলে' যেতে হয়!

ম্যাট্‌সন্ গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"বিদেশে, বিশেষ য়ুরোপে যাবার আশা ছাড়। জাতীয় উন্নতি কিসে হ'বে, সে কথা বুঝ্‌তে তাদের এখনো অনেক দেরি! আমেরিকার সঙ্গে তাদের ধ্যান-ধারণা কিছু-মাত্র মিল্‌বে না।"

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাহার দ্বারা চেয়ারের হাতলটা

অল্পে অল্পে কাটিতে কাটিতে মিষ্টার হাণ্টার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"তবে আর কি! চল এখন লাঙ্গল নিয়ে তামাকের আবাদ করিগে—নয় ত' তিমি-মাছ ধ'রে তার তেলটাকে জ্বালে চড়াই গে!"

ম্যাট্‌সন্ উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"অতটা ক'র্‌তে হ'বে না। আমার ত' মনে হয়, এমন দিন আস্‌বেই যে আবার অতি সত্বরেই আমাদের কামানের ধ্বনিতে গগন কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌বে। চিরদিনই কি এমনি শান্তিতে কাট্‌বে? যুদ্ধ লাগ্‌বেই। ফ্রান্স কি ভুল ক'রেও আমাদের দু'-একখানা জাহাজ আট্‌কাবে না! আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে, ইংলণ্ডও কি দু'চারজন আমেরিকানকে ফাঁসি-কাঠে লট্‌কাবে না! একটা কিছু হ'লো বলে!"

হাণ্টার। তুমি যা' ব'ল্‌লে ম্যাট্‌সন্, তা' আর হ'চ্ছে না। আমেরিকার চামড়া এখন বড় পুরু হ'য়েছে। সূঁচের ঘায়ে আর লাগে না। আমরা কি আর মানুষ আছি ভাই—আমরা গোল্লায় গেছি! নইলে এতদিনও একটা যুদ্ধ বাধে না! হোক্ না ছোট-খাটো রকম। কিন্তু তাই বা কৈ?"

কর্ণেল। একটা যুদ্ধ বাধালে কেমন হয়?

হাণ্টার। কেমন ক'রে?

কর্ণেল। কারণের অভাব কি? এই দেখনা—উত্তর আমেরিকা কি একদিন ইংরাজদের দেশ ছিল না?

কাষ্ঠের নির্ভর-যষ্টি দ্বারা চিম্‌নীর অগ্নি উদ্দীপিত করিতে করিতে মিষ্টার হাণ্টার কহিলেন,—

"ছিল বৈ কি?"

"তবে ?"

"তবে কি ?"

"বুঝ্‌লে না—সেই সূত্রে ইংলণ্ডই বা আমাদের দেশ হ'বে না কেন ?"

সমগ্র দশন-পংক্তির মধ্যে যুদ্ধান্তে যে চারিটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহাই নিস্পেষণ করিতে করিতে মিষ্টার বিল্‌সবি কহিলেন,—

"যাও না একবার কথাটা নিয়ে প্রেসিডেণ্টের কাছে! মজা দেখ্‌বে এখন। আমি ভাই কিছুতেই আর এবার ওঁকে ভোট দিচ্ছিনে।"

হাণ্টার। আমিও না।

সকলেই তখন উচ্চ-কণ্ঠে কহিলেন,—"আমিও না—আমিও না।"

ম্যাট্‌সন্ বলিলেন,—"আমার নূতন কামানের বল পরীক্ষা ক'র্‌তেই হ'বে। যদি দেশ সে জন্য একটা যুদ্ধ না বাধায়, আমি তা' হ'লে আর তোমাদের সমিতির সদস্য থাক্‌ছিনে। পদত্যাগ ক'রে কোনো দূর-দেশের নিবিড় বনে চ'লে যাব।"

উত্তেজিত-কণ্ঠে সকলেই কহিলেন,—"আমরাও যাব—আমরাও যাব। হয় যুদ্ধ—না হয় বনে গমন।"

সমিতির ভিতরকার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন সমিতির সভাপতি সহসা একদিন নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন,—

গান্‌-ক্লাবের সভাপতির সবিনয় নিবেদন যে, আগামী ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৮টার সময় তিনি সদস্যদিগকে একটী বিস্ময়কর সংবাদ শুনাইবেন। সভাপতি ভরসা করেন যে সদস্যগণ সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া সেদিন সভায় উপস্থিত হইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন প্রস্তাব

ষ্ঠই অক্টোবর সায়ংকালে সমিতির গৃহে লোকারণ্য হইল। সমিতির সদস্যের সংখ্যা ত' কম ছিল না—ত্রিশ সহস্রেরও অধিক। ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রতি ট্রেণে লোক আসিতে লাগিল। সভা-মন্দিরে আর তিল ধারণের স্থান রহিল না। কক্ষে কক্ষান্তরে, অলিন্দে—দ্বিতলে ত্রিতলে সকল স্থানেই লোক। উদ্যানে, প্রাঙ্গণে এমন কি রাজপথে পর্য্যন্ত লোক! সমিতির প্রাসাদতুল্য গৃহ—গৃহ-প্রবেশের সিংহদ্বারে সতর্ক প্রহরী বসিল। সমিতির সদস্য ভিন্ন কেহই প্রবেশ করিতে পারিল না।

সমিতির বিরাট সভাগৃহ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এখানে রিভল্‌ভারের নলমুখে গ্যাসের আলোক—সেখানে পিস্তলের অদ্ভুত আলোকাধার—মাথার উপরে বন্দুকের ঝাড়ে প্রজ্জ্বলিত শত শত বর্ত্তিকা, সেই বৃহৎ কক্ষকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়াছিল। সেই তীব্র আলোক-রাশি সুদীর্ঘ কামানের নলের সারি সারি স্তম্ভগাত্রে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল! কক্ষ-প্রাচীরে একালের ও সেকালের নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র স্তরে স্তরে শোভা পাইতেছিল। কোথাও ব্লাণ্ডার্‌বাস্, ম্যাচ্‌লক, —কোথাও আরকুইবাস্, কার্বাইন—এখানে কামানের ছাঁচ, সেখানে গোলার আঘাতে ছিন্ন বর্ম্ম—স্থানান্তরে গোলা ও গুলির হার—কোথাও

বা হাউইজারের মালা সজ্জিত থাকিয়া সমিতির সদস্যদিগের কর্ম্মনিষ্ঠা ও গৌরব সূচিত করিতেছিল।

কক্ষের প্রান্তে একটী সুবিস্তৃত উচ্চ বেদীর উপর সভাপতির আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে আসন কামান বহিবার গাড়ীর উপর নির্ম্মিত। আসনের সম্মুখে টেবিল এবং টেবিলের সম্মুখে সদস্যদিগের বসিবার আসনগুলি তির্য্যগ্‌ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল।

সভাপতি ইম্পে বার্বিকেনকে কে না জানিত। ধীর, স্থির, গম্ভীর তিনি। তাঁহার প্রতিকার্য্য ক্রণোমিটার ঘড়ীর কাঁটার মত চলিত। অন্যে যে কার্য্যকে মনে করিত অত্যন্ত বিপজ্জনক, তিনি অনায়াসে তাহা করিতে পারিতেন। সমিতির সদস্যদিগের মধ্যে কেবল তাঁহারই কোন দিন অঙ্গহানি হয় নাই। অথচ নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি যেরূপে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আর কেহ তাহা পারে নাই।

কৃষ্ণবর্ণের রেশমে নির্ম্মিত কামানের নলের ন্যায় দীর্ঘ একটা টুপী মাথায় দিয়া সভাপতি বার্বিকেন মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখনো ৮টা বাজিতে ১ মিনিট্ ৪৫ সেকেণ্ড বাকি ছিল। বার্বিকেন ঘড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উৎসুক জনমণ্ডলী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সভাস্থল নীরব। সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যেই ৮টার প্রথম ঘণ্টা বাজিল ঢং, অমনি বার্বিকেন তড়িদ্বেগে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং জলদ্‌গম্ভীরে বলিতে লাগিলেন—

"বীর সহকর্ম্মিগণ! সমিতির সদস্যগণ এখন দুঃসহ কার্য্যহীনতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। কি দুর্দ্দৈব! সহসা যে সন্ধি হইবে, ইহা কে

জানিত! সন্ধি যে ভাঙ্গিবে না, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! আমি জানি, আজই যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে আমরাই তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইব"।

সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"ঠিক ঠিক তাহা ঠিক।" সভাপতি বলিতে লাগিলেন,—"এখন দেখিতেছি, সকালে যে কোন যুদ্ধ ঘটিবে তাহা ত' বোধ হয় না। আমরা কি তবে নীরবে বসিয়া থাকিব! আগ্নেয়াস্ত্রের কি আর উন্নতি ঘটিবে না?"

"হে বীর সহকর্ম্মিগণ! আমি ভাবিতেছিলাম, যুদ্ধ যদি না-ই হয় তাহা হইলে কি আমরা এই উনবিংশ শতাব্দীর যোগ্য—পৃথিবীখ্যাত এই সমিতির যশের ও প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কোনো বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে আমরা এমন একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি, যাহা শুধু গান্‌ক্লাবেরই যোগ্য—যাহা শুধু আমেরিকার পক্ষেই সম্ভব। সমস্ত পৃথিবী সে সংবাদ শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।"

সহস্র সদস্য বলিয়া উঠিলেন—"কি—কি—কি—সে কাজটা কি?" মাথার টুপীটা ভালো করিয়া মাথার উপর বসাইয়া সভাপতি কহিলেন,—

"বন্ধুগণ! আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক সেই সংবাদটী শুনুন্। সেই কথা নিবেদন করিবার জন্যই আজ আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপনারা সকলেই চন্দ্র দেখিয়াছেন। কেহ যদি নাও দেখিয়া থাকেন, তবে উঁহার কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। বন্ধুগণ! আমরা সেই চন্দ্রলোক জয় করিব। আমরাই সেই চন্দ্রলোক আবিষ্কর্ত্তা কলম্বস্। ছত্রিশটী মিলিত রাজ্যে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় যুক্তরাজ্যটী

গঠিত। সমিতির চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অচিরে চন্দ্রলোকও আমাদের আয়ত্ত হইবে।"

সদস্যগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন কক্ষের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

"বন্ধুগণ! আপনারা জানেন যে চন্দ্রলোক সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উহার গুরুত্ব, ঘনত্ব, অবস্থা—উহার গঠনপ্রণালী, গতি, পৃথিবী হইতে দূরত্ব কিছুই জানিতে বাকি নাই। সৌরজগতে চন্দ্রের কার্য্য কি তাহাও আমরা জানি। আপনারা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন যে চন্দ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন—কিন্তু কেহই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সুতরাং চন্দ্রলোক এখনো অনাবিষ্কৃত। সেই অনাবিষ্কৃত সাম্রাজ্য আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া আমরাই পৃথিবীর জয়মাল্য গ্রহণ করিব!" আপনারা হয় ত ভাবিতেছেন—ইহা অসম্ভব! কিন্তু মোটেই তাহা নহে, বরং অত্যন্ত সহজ।"

চারিদিকে ঘোর রোলে করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ আনন্দে অধীর হইয়া কেবলই চীৎকার করিতে লাগিল। উত্তেজনা কমিলে পর সভাপতি পুনরায় বলিলেন,—

"আপনারা সকলেই জানেন অতীত কয়েক বৎসরে গোলক প্রণয়ন-বিদ্যা কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আপনারা জানেন যে, দক্ষলোকের হস্তে বারুদ কত শক্তি ধরে, কামান কত সুদৃঢ় হয়। আমি তাই ভাবিতেছিলাম যে, চন্দ্রলোকে একটী কামানের গোলা প্রেরণ করিলে ক্ষতি কি?"

সম্মুখে সহসা বজ্র পড়িলে মানুষ যেরূপ স্তম্ভিত হয়, এই প্রস্তাব শুনিয়া সদস্যগণ সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই সভাগৃহ ভেদ করিয়া এমন একটা উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল যে, মনে হইল যেন সেই বিশাল মিলন-মন্দির তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। উহা কম্পিত হইতে লাগিল।

সভাপতি বার্বিকেন পুনরায় কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল! সভাতল কথঞ্চিৎ শান্ত-মূর্ত্তি ধরিল। সভাপতি তখন বলিলেন,—

"বন্ধুগণ! আর দুই একটা কথা, তাহা হইলেই শেষ হয়। আমি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, প্রতি সেকেণ্ডে দ্বাদশ সহস্র গজ যাইতে পারে এমন একটা গোলা চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে পারিলেই উহা চন্দ্রলোকে পৌঁছিবে। আমি তাই সবিনয়ে প্রস্তাব করি আপনারা আপাততঃ কর্ম্মহীন বসিয়া না থাকিয়া এই সামান্য কার্য্যটীতে মনঃসংযোগ করুন।"

সভাপতির প্রস্তাবটী সমিতির সদস্যদিগের হৃদয়ে তড়িৎ ছুটাইয়া দিল। চারিদিকে তখন জয়ধ্বনি, করতালি, নৃত্য এবং উল্লম্ফন আরম্ভ হইল! সেই চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত, দোদুল্যমান জনসমুদ্রের মধ্যে সভাপতি অটল অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন! ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু বলেন। কিন্তু সদস্যগণ তাহার অবসর দিল না—তাঁহার ঘণ্টা-নিনাদ কেহ গ্রাহ্যও করিল না। সকলে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মুহূর্ত্তে সভাপতিকে সবেগে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল, তিনি এক স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে এবং তথা হইতে অন্য স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন!

অবিলম্বে একটী বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। শত সহস্র মশালের আলোকে বাল্‌টীমোর নগর আলোকিত হইয়া উঠিল! বাল্‌টীমোরবাসীরা ত' সে শোভা-যাত্রায় যোগ দিলই—বিদেশীরাও আপন আপন মাতৃ-ভাষায় কলরব করিতে করিতে আসিয়া শোভা-যাত্রার অঙ্গপুষ্টি করিতে লাগিল।

সহসা তখন আকাশ মেঘমুক্ত হইল—চন্দ্রকরে চারিদিক হাসিয়া উঠিল। বিমুগ্ধ জনমণ্ডলী সহস্র লোচনে চন্দ্রের দিকে চাহিল—সহস্র-বদনে চন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি করিল। বাল্‌টীমোরে যেন একটী জাতীয় উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। গৃহে গৃহে জিন্ ও হুইস্কির তরঙ্গ খেলিল—নৃত্য ও গীতের ধ্বনি উঠিল—জাহাজে জাহাজে শত দীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া জলে সোণা ছড়াইল। একজন চতুর দোকানদার এই সুযোগে শত শত দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বিক্রয় করিয়া ফেলিল—কারণ তখন সকলেরই ইচ্ছা যে, নিত্যপ্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও সেদিন চন্দ্রকে একবার ভালো করিয়া দেখে। রাজপথে, বিপণীতে, পান্থশালায়, চা'র দোকানে—পোতাশ্রয়ে, উদ্যানে যেখানে দশজন মিলিল, সেইখানেই চন্দ্রলোকের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। সেইখানেই তর্ক উঠিল—সেইখানেই আবার তর্কের মীমাংসাও হইয়া গেল। রাত্রি যখন দুইটা বাজিল, তখন সহর কতকটা শান্ত হইল। সভাপতি বার্বিকেন বার বার স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য নানা স্থানে আহত হইয়া ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিলেন।

সভাপতি বার্বিকেন যখন সমিতির কক্ষে বক্তৃতা করেন, তখনই তাহার প্রত্যেকটী শব্দ তারযোগে ওয়াসিংটন, ফিলাডেল্‌ফিয়া, নিউইয়র্ক, বোষ্টন প্রভৃতি বিখ্যাত নগরে প্রেরিত হইতেছিল। যখন বাল্‌টীমোর আনন্দে

মত্ত—তখন ঐ সকল নগরেও উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। সমগ্র যুক্তরাজ্য এই জাতীয় গৌরব লাভ করিবার জন্য সেই দিন হইতে মত্ত হইয়া উঠিল। পরদিনই যুক্তরাজ্যের শত শত সংবাদপত্রে চন্দ্রলোকে কামানের গোলা প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। কেহ সামাজিক, কেহ রাজনৈতিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক তত্ত্ব তুলিয়া, কেহ বা স্বাস্থ্যের দিক দিয়া প্রস্তাবটা বিচার করিল। সকলেই কহিল—সভাপতি বার্বিকেনের প্রস্তাবের মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই—এমন কিছুই নাই যাহা আমেরিকানের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই ত আমেরিকা—আমেরিকা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুক্তি-তর্ক

সভাপতি বার্বিকেন যুক্তরাজ্যে যে প্রবল বৈদ্যুতিক-শক্তি পরিচালিত করিয়াছিলেন তাহা সকলকেই স্পর্শ করিয়াছিল, কেবল তাঁহাকে ছুঁইতে পারে নাই। লোকে যখন কল্পনায় চন্দ্রলোক জয় করিয়া আনন্দে মগ্ন হইতেছিল—বার্বিকেন তখন নানা বৈজ্ঞানিক সমিতির নিকট পত্রাদি লিখিয়া পন্থা স্থির করিতেছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যার কেন্দ্র কেম্ব্রিজের মান-মন্দির হইতে তিনি যে পত্র পাইলেন তাহাতে জানা গেল যে, যে গোলা প্রতি সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ যাইতে পারিবে, তাহা অনায়াসেই চন্দ্রে পৌঁছিবে। মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে পৃথিবীতে টানিয়া নামাইতে পারিবে না। ক্রমে ঊর্দ্ধে যাইয়া গোলাটী এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিবে, যেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উহাকে ক্রম-বর্দ্ধিত-বেগে চন্দ্রলোকে পৌঁছাইয়া দিবে। গোলাটী যদি বরাবর সমান বেগে ধাবিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা ৯ ঘণ্টায় চন্দ্রে যাইত, কিন্তু তাহা ত' হইবে না। মাধ্যাকর্ষণ আছে, বায়ুমণ্ডলের বাধা আছে। সুতরাং উহার বেগ ক্রমে কমিতে থাকিবে। পণ্ডিতগণ অঙ্কপাত করিয়া কহিলেন যে, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ শেষ হইয়া চন্দ্রের আকর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে পৌঁছিতে গোলার ৮৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট লাগিবে। সে স্থান হইতে চন্দ্রে পৌঁছিতে

আরও ১৩ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড প্রয়োজন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া গেল।

চন্দ্র বৃত্তাভাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করে বৃত্তাকারে নহে। ভ্রমণ করিতে করিতে যখন পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যায়, তখন সে দূরত্ব ২৪৭৫৫২ মাইল। যখন উহা পৃথিবীর নিকটে আসে, তখনো পৃথিবী ১৮৬৫৭ মাইল দূরে থাকে। কাজেই চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটে আসিবে, তখনই কামান ছুঁড়িবার উপযুক্ত সময়। প্রতি মাসে চন্দ্র একবার করিয়া পৃথিবীর অতি নিকটে আসে—কিন্তু সকল মাসেই শিরোবিন্দু বা Zenith অতিক্রম করে না। দীর্ঘকাল পর পর চন্দ্রের এই দুইটী অবস্থা যুগপৎ ঘটে ; পণ্ডিতগণ সভাপতি বার্বিকেনকে জানাইলেন যে, আগামী বর্ষের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে দ্বিপ্রহর রজনীতে বহুকাল পর চন্দ্রের এই বাঞ্ছিত অবস্থা ঘটিবে। তাহার পূর্ব্বে ১লা ডিসেম্বর রাত্রি ১০টা ৪৬ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডের সময় চন্দ্রলোকে গোলা প্রেরণ করিতে হইবে—উহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়—কারণ তখন পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব আরও কিছু কমিয়া যাইবে। এই মাহেন্দ্রক্ষণ ছাড়িয়া দিলে ১৮ বৎসর ১১ দিনের পূর্ব্বে চন্দ্র আর পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসিবে না। যখন তর্ক উপস্থিত হইল যে আকাশের কোন্ অংশ লক্ষ্য করিয়া কামান স্থাপন করিতে হইবে, তখন সিদ্ধান্ত হইল যে দক্ষিণ বা উত্তর অক্ষরেখার ০ (শূন্য) ডিগ্রী হইতে ২৮ ডিগ্রীর মধ্যে চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গোলা না ছুঁড়িলে উহার গতি ক্রমেই বক্র হইয়া উহাকে চন্দ্র হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া যাইবে। আবার প্রশ্ন হইল—গোলকটী যখন মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন চন্দ্র আকাশের কোন্ স্থানে থাকা

আবশ্যক? এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া পণ্ডিতগণ বলিলেন—চন্দ্র প্রতিদিন ১৩ ডিগ্রী ১০ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড করিয়া ভ্রমণ করে। উহা যখন শিরোবিন্দু বা Zenith হইতে ৬৪ ডিগ্রী দূরে থাকিবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই গোলকটী নিক্ষেপ করিতে হইবে।

এই সকল বিষয় স্থির হইয়া গেলে পর সমিতির অধ্যক্ষগণ একটী বিশেষ সভার অধিবেশন করিলেন। সে সভায় স্থির হইল যে লৌহ বা পিত্তলের গোলকে চলিবে না,—কারণ উহার ব্যাস ৯ ফিট্ করা প্রয়োজন। আয়তন উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে গোলা যখন চলিবে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও উহাকে দেখা যাইবে না। লৌহ বা পিত্তল অত্যন্ত ভার ধাতু, সুতরাং মীমাংসা হইয়া গেল যে এলুমিনিয়মের ফাঁপা গোলা প্রস্তুত করিতে হইবে। উহা এক ফুট পুরু এবং উহার ব্যাস ৯ ফিট্ হইবে।

এ কথা শুনিয়া সমিতির সম্পাদক ম্যাট্‌সান সাগ্রহে কহিলেন—"আমিও ফাঁপা গোলাই চাই। তাহ'লে ওর ভিতর চিঠি-পত্র পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দ্রব্য-সম্ভারেরও দু'চারটী নমুনা দেওয়া চল্‌বে। ৯ ফিট্ ব্যাসের ফাঁপা গোলকের ওজন কত হ'বে?"

সভাপতি বার্বিকেন কহিলেন—"আমি সে হিসাব করেছি। ২৪০ মণ ২৫ সের। এইটে লোহার হ'লে ৮৪৩ মণ হ'তো!"

একজন সদস্য বলিলেন,—"এলুমিনিয়মের অনেক গুণ আছে। রৌপ্যের বর্ণ, লৌহের দার্ঢ্য, তাম্রের দ্রবণীয়তা, স্ফটিকের লঘুত্ব, স্বর্ণের অবিনশ্বরতা—এ সবই এলুমিনিয়মের আছে বটে—কিন্তু বড় মূল্যবান্ ধাতু।"

সভাপতি ধীরকণ্ঠে বলিলেন,—"তা হোক্ না। আমাদের গোলার কতই আর দাম হবে! আমি তা'ও হিসাব করেছি। এই দেখুন—৫৪৫৭৮১ টাকা। এ সামান্য টাকা তুল্‌তে ক'দিন লাগ্‌বে? আপনারা দেখ্‌বেন, চারদিক থেকে বৃষ্টির ধারার মত টাকা এসে প'ড়বে।"

সমিতির মন্তব্যগুলি যখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইল, তখন কেহ কেহ বলিলেন, প্রায় ২৫০ মণ ভার একটা গোলা নিক্ষেপ করিতে পারা যায় এমন কামান প্রস্তুত করা কি সম্ভব? কামানেরই বা অত শক্তি কোথায়—বারুদেরই বা এমন ক্ষমতা কোথায়। সভাপতি বার্বিকেন শুনিয়া হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন, সেই মধ্যযুগে, ১৪৫৩ সালে, দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বকালে কনষ্টান্টিনোপল যখন অবরুদ্ধ হয়, তখন ২৩ মণ ৩০ সের ওজনের এক একটা পাথরের গোলা শত্রুদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আর এই সুসভ্যযুগে ২৫০ মণ ওজনের গোলা চালাইতে পারা যাইবে না? মল্টার সেণ্ট-এলেম্ দুর্গ হইতে যে গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার ওজন ছিল ৩১ মণ ১০ সের। একালে কামানের পাল্লা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু গোলা-গুলির ওজন কমিয়াছে। আমরা পাল্লাও বাড়াইব—ওজনও বাড়াইব।

পরদিন আবার সভা বসিল। বার্বিকেন কহিলেন—

"বন্ধুগণ! সেদিন আমরা গোলা তৈরি করেছি,—আজ কামান গড়বো। কামানটা হয়ত খুব প্রকাণ্ডই কর্‌তে হবে। কিন্তু আমেরিকার শিল্প-নৈপুণ্য জগদ্বিখ্যাত। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, ৯ ফিট্ ব্যাস এবং ২৫০ মণ ওজনের যে গোলা তাকে কেমন ক'রে প্রথমেই প্রতি সেকেণ্ডে ১২০০০ গজ বেগে চালিয়ে দেওয়া যাবে।"

মেজর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ বলিলেন,—"সেইটাই ত বিশেষ ভাব্‌বার কথা!"

বার্বিকেন মৃদু-হাস্য করিয়া কহিলেন,—"এমন বেশী কিছু নয়। শূন্যে একটা গোলা ছুঁড়লে কি ঘটে? সে যে বায়ুস্তর ভেদ ক'রে অগ্রসর হয়, সে বায়ু তাকে বাধা দেয়—পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে—আর আমরা তাকে যে বেগ দিয়েছি, সে বেগ তাকে গন্তব্যপথে নিয়ে যেতে চায়। বায়ুর স্তর পৃথিবী থেকে ৪০ মাইলের উপরে আর নাই, কাজেই তাকে উপেক্ষা করা চল্‌তে পারে। যে গোলা সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ ছুট্‌বে, সে পাঁচসেকেণ্ডেই বায়ুস্তর ছেড়ে উঠ্‌বে। তারপর পৃথিবীর আকর্ষণ। বিজ্ঞান আমাদের ব'লে দিচ্ছে যে, একটা জিনিষ যতই উপরে উঠ্‌বে, তার ওজনও ততই দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে কম্‌তে থাক্‌বে। গোলোকের বেগ বাড়াতে পার্‌লেই মাধ্যাকর্ষণ অনায়াসে কেটে যাবে। আপনারা সকলেই জানেন যে কামানের দৈর্ঘ্য এবং বারুদের শক্তির উপর সেটা নির্ভর করে।"

মেজর কহিলেন,—"সে কথা সত্য। কিন্তু কামানটা ত তা' হ'লে বড় বেশী লম্বা কর্‌তে হবে।"

সভাপতি। তা' হ'বে বৈ কি? এ কামান নিয়ে ত' আমরা যুদ্ধ কর্‌তে যাব না, ওকে টেনে নিয়েও বেড়াতে হ'বে না—হোক্‌না যত ইচ্ছা বড়। আজ পর্য্যন্ত ২৫ ফিটের অধিক লম্বা কামান দেখা যায় নাই। সে কামানও আমাদেরই তৈরি সেই কলম্বিড, এটা ত' জানা আছে যে, কামানের নল যত লম্বা হবে তার গোলার পশ্চাতে বারুদের গ্যাস্‌ তত বেশী সঞ্চিত হবে—কাজেই গোলার বেগও বাড়বে।

ম্যাট্‌সন্। আমি বলি আমাদের কামান আধ মাইল লম্বা হোক্!"

মেজর। আধ মাইল! বলেন কি?

ম্যাট্‌সন্। বেশী কি বলেছি, এ ত' আর দু-হাজার চার হাজার গজ পাল্লা মারা নয়—পৃথিবী থেকে চন্দ্রে যাওয়া।

মেজর। কামান নির্ম্মাণের সাধারণ নিয়ম কি? গোলার ব্যাস যত, কামানের দৈর্ঘ্য তার ২০ কি ২৫ গুণ হয়। গোলকের ওজন যত, কামানের ওজন তার ২৩৫ থেকে ২৪০ গুণের মধ্যে থাকে।

ম্যাট্‌সন্ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু সে নিয়ম এখানে খাটবে না। অসাধারণ কাজের নিয়মও অসাধারণ!"

মেজর। অসাধারণ হোক্, কিন্তু অসম্ভব হ'লে ত চলবে না। মানুষের শক্তি ত দেবশক্তি নয়, যে যা' ইচ্ছা তাই করা যাবে!

ম্যাট্‌সন্। দেবতার কাছে মানুষ দুর্ব্বল বটে, কিন্তু তার শক্তি দুর্ব্বল নয়! আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন—আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করে' দিচ্ছি। ভগবানের বিদ্যুৎ আছে, আলোক-রেখা আছে, গ্রহ উপগ্রহ আছে, নক্ষত্রাদি আছে—ধ্বনি ও বাতাস আছে। মানি, এ সমস্তই তীব্র গতিশীল। কিন্তু আমাদেরও কামানের গোলা আছে—গোলার অমিত শক্তি আছে—বারুদের অসীম তেজ আছে! এই ধরুন না কেন, একটা সাধারণ ২৪ পাউণ্ডার কামানের গোলা! সে আর কতটুকু? তার গতির বেগ বিদ্যুতের চেয়ে ৮০,০০০ গুণ কম বটে—আলোক রশ্মির বেগ অপেক্ষা ৬৪০০০ গুণ কম বটে—পৃথিবী যে বেগে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে তার চেয়েও ৭৩ গুণ কম বটে—কিন্তু ধ্বনি যে বেগে চলে তার চেয়ে ত অনেক বেশী! ওর গতি মিনিটে ১৪ মাইল,

ঘণ্টায় ৮৪০ মাইল, দিনে ২০১০০ মাইল—বৎসরে ৭৩৩৬৫০০ মাইল! অর্থাৎ ভ্রমণ কালে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে পৃথিবীর যে বেগ হয় তাই। সুতরাং মনুষ্য নির্ম্মিত সামান্য একটা ২৪ পাউণ্ডার গোলার চন্দ্রে যেতে ১১ দিন, সূর্য্যে পৌঁছিতে ১২ বৎসর এবং সৌর জগতের প্রান্ত সীমায় নেপ্‌চুনে উপস্থিত হ'তে মাত্র ৩৬০ বৎসর লাগে। তা হ'লে নরশক্তি দেবশক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল কিসে?

সভাপতি বার্বিকেন কহিলেন,—"বন্ধুগণ, বিবাদে কাজ হবে না—স্থিরচিত্তে বিচার করুন। নতুবা মীমাংসায় আসা যাবে না। আমিও জানি, কামান নির্ম্মাণের সাধারণ নিয়ম অবলম্বন ক'র্‌লে আমাদের চ'ল্‌বে না। আমার বিবেচনা হয়, আমাদের কামানের দৈর্ঘ্য হ'বে ৯০০ ফিট্।"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সকলে সভাপতির প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন। বার্বিকেন বলিলেন,—"৯০০ ফিট্ লম্বা হ'লে নলটা অন্ততঃ ৬ ফিট্ পুরু হওয়া চাই—নৈলে গ্যাসের চাপ সইবে কেন। আমি মনে করি, এ কামানটা মাটীতেই ছাঁচে ঢালা হ'বে। ঢাল্‌বার সময়ে হিসেব ক'রে নলের ছিদ্র ক'র্‌তে হ'বে। তারপর যখন উর্দ্ধমুখে বসাব, তখন অষ্টে-পৃষ্ঠে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে, ভারী পাথর দিয়ে গোড়াটা গেঁথে দিলেই চ'ল্‌বে।"

মেজর। কামানের নল কি রাইফেলের মত পাক দেওয়া হ'বে?

বার্বিকেন। না—সাদা মসৃণ নলই ভালো। পাক দেওয়া নল থেকে গোলা বাহির হ'লেই তার বেগ কিছু কমে।

ম্যাট্‌সন্ আনন্দে করতালি দিয়া বলিলেন,—"কি চমৎকার! কামান ত' তবে গড়া হ'য়েই গেল দেখ্‌ছি।"

বাধা দিয়া বার্বিকেন বলিলেন,—"না বন্ধু, এখনো অনেক দেরি।"

ম্যাট্‌সন্। কেন?

বার্বিকেন। কোন্ ধাতুতে কামান হ'বে, সেটা ত' স্থির করা চাই।

ম্যাট্‌সন্। তা' ত' চাই-ই। কিন্তু আমার যে আর দেরি সয় না!

বার্বিকেন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কামানটী যে খুবই দৃঢ় হওয়া চাই এ কথা সকলেই ব'ল্‌বে। কিন্তু শুধু দৃঢ় হ'লেই চ'ল্‌বে না। উত্তাপে গল্‌বে না—আগুনে জ্বল্‌বে না—অম্লে মর্‌চে ধর্‌বে না, এমন হওয়া চাই।"

ম্যাট্‌সন্। তা' চাই বৈকি।

বার্বিকেন। ঢালাই লোহার কামান ক'র্‌লে কেমন হয়? ঢালা লোহার অনেক সুবিধা আছে। সহজে গলে, সহজে ছাঁচে দেওয়া চলে—তাড়াতাড়ি কাজ হয়। সময় এবং অর্থ এতে দু'য়েরই সংক্ষেপ করা যাবে। মিশ্রিত ধাতু ভালো বটে, কিন্তু বড় দাম বেশী।

মেজর। ৯০০ ফিট লম্বা, ৯ ফিট ব্যাসের ৬ ফিট পুরু কামানের ওজন কত হ'বে?

ম্যাট্‌সন্ মুহূর্ত্তে হিসাব করিয়া কহিলেন,—"তেমন বেশী নয়—১৯১৫২০০ মণ!"

মেজর। কত খরচ পড়্‌বে?

ম্যাট্‌সন্। ১১৪৯১২০ টাকা।

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"এত খরচ!"

বার্বিকেন। তা' হ'বে বৈ কি। তবে টাকার জন্য ভাব্‌বেন না।

কামানের পরই বারুদের কথা উঠিল। স্থির হইল যে মোটা দানার

বারুদ ব্যবহার করিতে হইবে—কারণ উহা তাড়াতাড়ি জ্বলে। কেহ বলিলেন ২৫০০ মণ বারুদ চাই—কেহ বলিলেন, তাহাতে হইবে না। ৬২৫০ মণ চাই। আর একজন বলিলেন, উহাতেও হইবে না—বিশ হাজার মণ ত' চাই-ই! বার্বিকেন কহিলেন,—"ওতে ত' হ'বে না, চল্লিশ হাজার মণ বারুদ ত' নিতেই হ'বে!"

সম্পাদক ম্যাট্সন্ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত্তে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—"চল্লিশ হাজার!"

বার্বিকেন। "হাঁ। এক সের কমেও চ'ল্‌বে না।"

ম্যাট্সন্। চল্লিশ হাজার মণ বারুদে বাইশ হাজার ঘনফুট যায়গা জুড়বে। আপনাদের কামানেত মোট-মাট চুয়ান্ন হাজার ঘনফুট স্থান আছে। তার অর্দ্ধেকেরও বেশী যদি বারুদেই পূর্ণ হয়, তবে বারুদের গ্যাস থাক্‌বে কোথায়? আপনাদের গোলাটত তা' হ'লে চ'ল্‌বে না।

সদস্যগণ এ কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে আর বাক্য সরিল না।

বার্বিকেন স্থির-কণ্ঠে কহিলেন,—"বন্ধুগণ! হতাশ হ'বেন না। বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির যে অসংখ্য কোষ আছে তা' আপনারা জানেন। তুলায় এই কোষের আদৌ অভাব নাই। অত্যন্ত উষ্ণ নাইট্রিক এসিডে ১৫ মিনিট কাল তুলা ভিজিয়ে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই হ'লো। এর চেয়ে তীব্র বিস্ফোরক ত' আর নাই। বারুদ জ্বলে ২৪০ ডিগ্রী উত্তাপ লাগ্‌লে, আর এই তুলা জ্বল্‌বে ১৭০ ডিগ্রীতে! কত সুবিধা দেখুন। সাধারণ বারুদ একটা গুলিকে যত বেগ দেয়—এ তুলা দিবে তার চারগুণ! যতটা তুলা লাগ্‌বে, তার $\frac{১}{৮}$ ভাগ নাইট্রেট্ অব্ পটাশ তুলার গায়ে

লাগিয়ে দিলে গ্যাসের সম্প্রসারণ-শক্তি আরও বেড়ে যাবে। তা' হ'লেই দেখুন, চল্লিশ হাজার মণ বারুদের পরিবর্ত্তে আমরা পাঁচ হাজার মণ তূলা চাই। চাপ দিলে ৬ মণ ১০ সের তূলাকে ২৭ ঘন ফুটের মধ্যে রাখা যায়। কাজেই আমাদের যতটা তূলা চাই, আমরা সে সমস্তই ১৮০ ফিটের মধ্যে রাখ্‌তে পার্‌ব। কামানের নলে গ্যাসের স্থানাভাব হ'বে না।"

সদস্যগণ সভাপতি বার্বিকেনের কথা শুনিয়া দেহে প্রাণ পাইলেন এবং তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্থান নির্ব্বাচন

সভাপতি বার্বিকেন যাঁহার নিন্দা এবং প্রশংসাকেই কেবল গ্রাহ্য করিতেন, তিনিও বার্বিকেনের মতই শ্রমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সাহসী ছিলেন। তিনিও বিপদের মুখে অগ্রসর হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। সমগ্র যুক্তরাজ্য যখন বার্বিকেনের জয়গানে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে বসিয়া সেই কাপ্তান নিকল হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন!

নিকলে ও বার্বিকেনে জীবনে কখনো সাক্ষাৎ হয় নাই বটে, কিন্তু কি জানি কেন, বার্বিকেনকে বিফল-মনোরথ হইতে দেখিলে নিকলের আনন্দ হইত। বার্বিকেন যতই শক্তিশালী কামান প্রস্তুত করিতেন, নিকলও ততই সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিতেন। বার্বিকেনের জীবন-ব্রত ছিল অছিদ্র স্থানকে কামানের গোলায় সছিদ্র করা, আর নিকলের কার্য্য ছিল বার্বিকেনের ব্রতভঙ্গ। এই প্রতিদ্বন্দিতার ফলে বর্ম্ম এবং কামান যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে নিকল্ বড়, কি বার্বিকেন বড় তাহা বলা সম্ভব ছিল না।

নিকল্ যখন শুনিলেন যে বার্বিকেনের নূতন কামানের নল ৯০০ ফিট দীর্ঘ হইবে—উহার গোলার ওজন হইবে ২৫০ মণ, তখন তিনি একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, এমন বর্ম্ম প্রস্তুত করা কি সম্ভব, যাহা এ গোলার আঘাতেও ছিন্ন হইবে না! তাঁহার মনে হইল উহা অসম্ভব। নিকলের রোষ ও হিংসা আরো বাড়িয়া

উঠিল! তিনি নানা অঙ্ক কষিয়া, নানা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, বার্বিকেন পাগল হইয়াছেন বলিয়াই এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছেন! তবুও যখন বার্বিকেন নিরস্ত হইলেন না, তখন নিকল্ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইলেন। জানাইলেন যে, এমন করিয়া কামানের শক্তি পরীক্ষা করা অন্যায়। পরীক্ষাকালে যদি কামান ফাটিয়া যায়, বহুলোক প্রাণ হারাইবে! যে স্থানে পরীক্ষা হইবে, তাহাও একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে! গবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে নীরব রহিলেন দেখিয়া রোষে নিকল্ একেবারে জ্ঞান হারাইলেন এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া নিম্নলিখিত বাজি ধরিলেন :—

(১) সমিতির প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, কখনই তাহা সংগৃহীত হইবে না।
—বাজি ৩১২৫৲ টাকা।

(২) নয়শত ফিট দীর্ঘ কামান ঢালাই করা অসম্ভব। সমিতি নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইবেন।—বাজি ৬২৫০৲ টাকা।

(৩) কামানে বারুদ ঢালা অসম্ভব হইবে। যদি ঢালাও হয়, তবে অমন গুরুভার গোলকের চাপে উহা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। —বাজি ৯৩৭৫৲ টাকা।

(৪) বারুদে আগুন দিবামাত্রই কামানটী ফাটিয়া রেণু রেণু হইবে। —বাজি ১২৫০০৲ টাকা।

(৫) চন্দ্রলোক ত দূরের কথা, কামানের গোলা ছয় মাইল পথও যাইবে না। —বাজি ১৫৬২৫৲ টাকা।

মোট বাজি ৪৬৮৭৫৲ টাকা।

কয়েকদিন পরই নিকল্ বার্বিকেনের নিকট হইতে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অতিশয় ভয়ানক একখানি পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল—'আমি বাজি ধরিলাম—বার্বিকেন।'

নিকলের সঙ্গে বাজি ধরিয়াই বার্বিকেন সমিতির সভা আহ্বান করিলেন। কোথায় কামান প্রস্তুত হইবে, এবং কোন্ স্থান হইতেই বা গোলক চন্দ্রলোকে নিক্ষিপ্ত হইবে তাহার মীমাংসার জন্য সভার প্রয়োজন হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, হয় টেক্সাস্ না হয় ফ্লোরিডা এই দুই স্থানের এক স্থান হইতেই চন্দ্রলোকে গোলক প্রেরণ করা হইবে।

টেক্সাসে এবং ফ্লোরিডায় তখন বিবাদ বাধিয়া গেল! টেক্সাস্ কহিল এ জয়মাল্য আমার—ফ্লোরিডা কহিল উহা আমার। টেক্সাসের নানা নগর হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—ফ্লোরিডা হইতেও লোক আসিবার বিরাম ছিল না। দুই দলের যুক্তি-তর্ক শুনিতে শুনিতে গান্-ক্লাব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কোন মীমাংসাই হইল না। শেষে এমন হইল যে, এক পক্ষের সহিত অপর পক্ষের দেখা ঘটিলেই নগরের রাজপথে যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়া উঠিতে লাগিল! ক্রমে নানাস্থানের লোক এই কলহে যোগ দিল। কেহ বা টেক্সাসের হইয়া কহিতে লাগিল—ইস্! ভারি ত' ফ্লোরিডা—বারোটী বই জেলা নাই তার আবার কথা! ফ্লোরিডার দল কহিল, টেক্সাসের লজ্জা হয় না! লোক-সংখ্যা যার মোটেই তেত্রিশ হাজার, তারও কত প্রতি বৎসর জ্বরে মরিতেছে—সে দেশও চায় এত বড় একটা গৌরবের জয়মাল্য!

বিবাদ যখন ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল, তখন বার্বিকেন নিজ

সহকর্ম্মিদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—"টেক্সাস্ প্রদেশে ১১টী নগর আছে আর ফ্লোরিডায় আছে একটী। আমরা যদি ফ্লোরিডাকে মনোনীত না করি, তা' হ'লে দেখ্ছি, টেক্সাসের এগারটা নগরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'বে। প্রত্যেক নগরের লোকেই ব'ল্বে—এই খানেই কামান তৈরি হোক্।"

সদস্যগণ বার্বিকেনের প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন। টেক্সাসের লোকেরা যখন এই কথা শুনিল তখন কুপিত হইয়া বাল্টিমোর নগর ত্যাগ করিল।

পৃথিবীর নানা দেশ হইতে তখন চাঁদা আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যেই বার্বিকেন দেখিলেন যে সমিতির হস্তে ১৭৫২০৮৫৯ টাকা জমিয়াছে।

সদস্যগণ তখন মহোৎসাহে কার্য্যারম্ভ করিলেন।

স্থান নির্ব্বাচন করিবার জন্য বার্বিকেন কয়েকজন সহকর্ম্মীকে লইয়া অবিলম্বে ফ্লোরিডায় গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, ফ্লোরিডার ভূমি উর্ব্বর। বার্বিকেন কহিলেন,—"বন্ধুগণ, এ উর্ব্বর ভূমিতে কাজ হ'বে না।"

ম্যাট্সন্। কেন?

বার্বিকেন। ভূমি উর্ব্বর হ'লেই বুঝ্তে হবে নীচে জল আছে। মনে রেখো যে নয় শত ফিট্ দীর্ঘ একটা কূপ আমাদের খুঁড়্তে হ'বে! যদি জল উঠে পড়ে তবেই ত' বিপদ।

ম্যাট্সন্। যদি জল উঠেই পড়ে, কল লাগিয়ে ছেঁচে ফেল্বো।

এঞ্জিনিয়র মার্চিসন্ কহিলেন, "তা' পারা যাবে বৈ কি। দু' একটা

ঝরণা যদি পাই, শুকিয়ে ফেল্‌তে সময় লাগবে না—চাই কি ঝরণার গন্তব্যপথও ফিরিয়ে দিতে পারি। তবে জল থেকে দূরে থাক্‌তে পার্‌লেই ভালো হয়।”

বার্বিকেন আবার অগ্রসর হইলেন। উর্ব্বর ভূমি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কাননে প্রবেশ করিলেন। সে ত কানন নয়, যেন কুঞ্জভবন। প্রকৃতির সেই কুঞ্জবনে কত ফুল ফুটিয়াছিল—কত পাখী নৃত্য করিতেছিল। তাল, খর্জ্জুর, কমলালেবু, ডুম্বর ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি তাঁহাদের নয়ন মন হরিতে লাগিল,—কিন্তু সে সকল বৃক্ষলতার দিকে না চাহিয়া বার্বিকেন নগ্ন শুষ্ক কঠিন স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হইলেন। কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ-নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অবশেষে এক জনহীন পার্ব্বত্য-প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বার্বিকেন কহিলেন,—“এইবার ঠিক হয়েছে—এই আমাদের যোগ্য-স্থান। এর নাম কি?”

ফ্লোরিডার একজন নাগরিক কহিলেন,—“এ স্থানের নাম ষ্টোনিহিল্।”

বার্বিকেন। বাঃ বেশ নাম—ষ্টোনিহিল্। এই ষ্টোনিহিলের চূড়া থেকেই চন্দ্রলোকের উদ্দেশ্যে কামানের গোলা ছুট্‌বে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কামান নির্ম্মাণ

বার্বিকেন পরিতৃপ্ত-হৃদয়ে ষ্টোনিহিল্ হইতে নিকটবর্ত্তী টম্পা-নগরের পান্থশালায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার তখন মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর ছিল না। এঞ্জিনিয়র মাচিসন্ সপ্তাহমধ্যে দুই সহস্র মজুর লইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। জনহীন ষ্টোনিহিল অচিরে একটী নগর হইয়া উঠিল।

কয়েক দিন ধরিয়া জাহাজ হইতে কেবল যন্ত্রাদি নামিল। কোদালি, কুঠার, খণিত্র—হাতুড়, বাটাল কত যে নামিল কে তাহার ইয়ত্তা করে। ভেদন-যন্ত্র, ছেদন-যন্ত্র—ছিদ্র করিবার, চাঁছিবার এইরূপ কত কার্য্যের জন্ত কত যন্ত্র জাহাজে বোঝাই হইয়া আসিয়াছিল। ক্রেণ, এঞ্জিন, বয়লার, উনুন, রেলপথ—এমন কি লৌহ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ পর্য্যন্ত টম্পানগরের বন্দরে নামানো হইল। ষ্টোনিহিল্ টম্পাবন্দর হইতে ১৫ মাইল দূর। বার্বিকেন এই ১৫ মাইল রেলপথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। একা বার্বিকেন এক সহস্র হইলেন। যেখানে অসুবিধা যেখানে মজুরদিগের মধ্যে অসন্তোষ, যেখানে কর্ম্মহানির লেশমাত্র সম্ভাবনা, সেইখানেই বার্বিকেন। কোনো বাধাই তাঁহার নিকট বাধা বলিয়া গণ্য হইত না। আবশ্যক হইলে তিনিও স্বহস্তে কুঠার ধরিতে লাগিলেন। স্বহস্তে মাটি কাটিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা মজুরদিগের হৃদয়ে উৎসাহ আনিয়া দিল।

বার্বিকেন ১লা নভেম্বর টম্পানগর পরিত্যাগ করিয়া ষ্টোনিহিলে আসিয়াছিলেন। সেখানে তখন সারি সারি গৃহ উঠিয়াছে—গৃহে গৃহে কুলি-মজুর, স্থপতি, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি বাস করিতেছে। কাষ্ঠের প্রাচীরে সেই নব-নির্ম্মিত নগর তখন সুরক্ষিত হইয়াছে। নগরের স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া সকল অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে।

ষ্টোনিহিলে আসিয়া বার্বিকেন সমুদয় মজুরদিগকে ডাকিয়া মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—"বন্ধুগণ! তোমরা বোধ হয় শুনেছ যে আমরা ৯০০ ফিট্ লম্বা একটা কামান তৈরি করে' ঠিক সোজাভাবে মাটীর ভিতর বসাতে চাই। পাথরের কুড়ি ফিট্ বেষ্টনী দিয়ে কামানটী ঘেরা থাক্‌বে। কাজেই ৬০ ফিট্ প্রশস্ত এবং ৯০০ ফিট্ দীর্ঘ একটী কূপ খনন করা প্রয়োজন। এই বৃহৎ ব্যাপারটী সুসম্পন্ন হলে তবে আমাদের সকল শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে। যদি তোমরা প্রতিদিন দশ হাজার ঘন ফুট্ মাটি কাট্‌তে পার তবেই উপযুক্ত সময়ে কাজটা শেষ হ'বে। আমি তোমাদেরই অধ্যবসায় ও কার্য্যপটুতার উপর নির্ভর করে' বসে' আছি।"

মজুরগণ প্রাণপণে কাজ করিতে লাগিল। ওক-কাষ্ঠের একটী অতি সুদৃঢ় ও বৃহৎ চক্রের উপর প্রস্তরের বেষ্টনিটী সিমেণ্ট দ্বারা গ্রথিত হইতে লাগিল। কূপ-খননের সঙ্গে সঙ্গে উহা ভূগর্ভে নামিতে লাগিল। এই বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন গুরুতররূপে আহত হইতে লাগিল,—দুই একজন মরিয়াও গেল। কিন্তু সে জন্য কেহ নিরুৎসাহ হইল না। দিবসে দিবালোকে এবং রাত্রিতে অতি-তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে কাজ চলিতে লাগিল। হাতুড়ির ঠন্

ঠন্, এঞ্জিনের সোঁ সোঁ, অন্য কল-কারখানার হুড়্ হুড়্ হুড়্ হুড়্ শব্দে সকলের কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল।

প্রথম মাসে কূপটী ১১২ ফিট্ নামিল। ডিসেম্বরে উহা দ্বিগুণ হইল—পরমাসে ত্রিগুণ দাঁড়াইল। ফেব্রুয়ারি মাসে কূপ খনন করিতে করিতে ভূগর্ভে বারি দেখা দিল। তখনই দমকল বসাইয়া বার্বিকেন সেই জলরাশি বহুদূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং যে পথে জল উঠিতেছিল, তাহা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলেন। খননকার্য্য যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন ওক-কাষ্ঠের চক্রটীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল—মুহূর্ত্তে অনেকগুলি মজুরের জীবলীলা শেষ হইল। তিন সপ্তাহের জন্য সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

ম্যাট্সন্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বার্বিকেনকে কেহ চঞ্চল দেখিতে পাইল না। তাঁহার ও ইঞ্জিনিয়র মার্চিসনের বুদ্ধিবলে চক্রের ভগ্ন অংশ আবার জোড়া লাগিল। এইরূপে খনন করিতে করিতে ১০ই জুন কূপটী নয় শত ফিট্ নামিল। গান্-ক্লাবের সদস্যদিগের আনন্দ তখন দেখে কে!

কূপকে কেন্দ্র করিয়া উহা হইতে ছয়শত গজ দূরে বারো শত বৃহদাকার উনুন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গোল্ডস্প্রিং কোম্পানী কামান প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছিলেন। আটষট্টিখানি জাহাজে তখন তাঁহাদের সতের লক্ষ মণ লৌহ আসিল। কোম্পানী নিজেদের বৃহৎ চুল্লীতে উহা একবার গলাইয়া কয়লা ও বালুকার মধ্যে ঢালিয়াছিলেন। উহাকে সম্পূর্ণ- রূপে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য দ্বিতীয়বার গলাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই গলিত লৌহরাশি ছিদ্রমুখে কটাহ হইতে

বাহির হইয়া দ্বাদশ শত নালায় কামানের বৃহৎ কূপে প্রবাহিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল!

যেদিন স্থপতির কার্য্য শেষ হইল, বার্বিকেন তাহার পরদিন কর্দ্দম, বালুকা এবং খড়-কুটা একত্র মিলাইয়া কূপের ঠিক মধ্যস্থলে ৯ ফিট্ ব্যাসের ৯০০ ফিট্ দীর্ঘ কামানের একটা নল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নল এবং প্রস্তর বেষ্টনীর মধ্যে যে শূন্য স্থান ছিল, তাহারই ভিতর গলিত লৌহ ঢালিয়া কামান প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

কামান ঢালাই করিবার দিন প্রভাতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। সেই দ্বাদশ-শত চুল্লী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চিম্নীর মুখে হু হু করিয়া ধূম নির্গত হইতে লাগিল। উনিশ লক্ষ মণ কয়লার ধূমে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল! চুল্লীগুলি দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া বৃত্তাকারে সজ্জিত ছিল। অগ্নিশিখার শব্দ বজ্রের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। স্থির হইল যে সাঙ্কেতিক কামানের শব্দ হইবামাত্রই একযোগে সকল কটাহ হইতে লৌহের স্রোত প্রবাহিত হইবে।

সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বার্বিকেন বন্ধুগণসহ নিকটবর্ত্তী একটি উচ্চস্থানে কামান লইয়া দাঁড়াইলেন। বেলা ঠিক বারোটার সময় কামান দাগা হইল। কামানের ধ্বনি বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতেই বারোশত কটাহের মুক্ত ছিদ্র-মুখে লৌহের স্রোত বহিতে লাগিল দ্বাদশশত অগ্নি-জিহ্ব সর্প যেন দ্বাদশ শত নালার ভিতর দিয়া কেন্দ্রস্থিত কূপের দিকে অগ্রসর হইল,—যেন তরল অগ্নি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে ধাইল! এ দৃশ্য কি ভীষণ—কি প্রাণোন্মাদকারী—

কি বিস্ময়কর! সেই তরল লৌহরাশি যখন হু হু করিয়া কূপমধ্যে নামিতে লাগিল,—যখন লক্ষ লক্ষ অগ্নিকণা ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতে লাগিল তখন মনে হইল, সহসা যেন একটী আগ্নেয়গিরি শির তুলিল! চারিদিকে ভূকম্পন আরম্ভ হইল।

সত্য সত্যই কি কামানটী প্রস্তুত হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে তবেই ত সর্ব্বনাশ! আঠারো বৎসরের পূর্ব্বে চন্দ্রত আর পৃথিবীর নিকটতম হইবে না! নূতন কামান দেখিবার জন্য সকলেই তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। বাবিকেনও যে না হইয়াছিলেন তাহা নহে—কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে পারিল না। লৌহ ঢালিবার পর এক সপ্তাহ গেল, সমিতির সদস্যগণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। আরও এক সপ্তাহ গেল, তখনো কামানের নল দিয়া উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল—তখনো নিকটবর্ত্তী ভূমি স্পর্শ করিলে চরণতল দগ্ধ হইতেছিল! কাহার সাধ্য নিকটে যায়। কাহারও বারণ না মানিয়া ম্যাটসন্ নিকটে যাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং পুড়িয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলেন। ষ্টোনিহিলে তখন কাহারো প্রবেশাধিকার ছিল না। বাবিকেনের আদেশে পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রবেশপথগুলি রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

একদিন প্রাতে ম্যাট্সন্ বিমর্ষচিত্তে কহিলেন,—

"আর ত' ৪ মাস মাত্র বাকি! কবেই বা কামানের ছাঁচটা সরিয়ে ফেলা হ'বে—কবেই বা নলটা মসৃণ হ'বে—আর কতদিনেই বা বারুদ ঢালা হ'বে। আজো কামানের কাছে যাবার যোটী নাই—"

বাবিকেন নীরবে এ কথা শুনিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। আরও কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর বাবিকেন কামানের দিকে দশ

কিছু মাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেন। তখনো মৃদু ভূকম্পন চলিতেইছিল—তখনো চতুর্দ্দিকের ভূমিতল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে উষ্ণ-বাষ্প পূর্ব্ববৎই উত্থিত হইতেছিল। আগষ্ট মাসের শেষভাগে ভূমিতল শীতল হইল। কালবিলম্ব না করিয়া বার্বিকেন কার্য্যারম্ভ করিলেন। কর্দ্দমের ছাঁচটী প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছিল, বহুশ্রমে তাহা অপসৃত হইল। ক্রমে কামানের অভ্যন্তরটী যথোপযুক্তরূপে মসৃণ করা হইতে লাগিল। ২২শে সেপ্টেম্বর দেখা গেল কামান ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। মুহূর্ত্তে সেই সংবাদ পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। কাপ্তেন নিকল্ তাঁহার দ্বিতীয় বাজি হারিয়া ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন!

পরদিন যখন ষ্টোনিহিলের রুদ্ধদ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য মুক্ত করা হইল, তখন সেখানে যেন একটা বিরাট মেলা বসিয়া গেল। সাত সহস্র নর-নারী বিস্ফারিত-নেত্রে ভূ-প্রোথিত কামানের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষুদ্র নগর টম্পা। তাহারই সন্নিকটে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিতেছে! নগরে দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না দেখিয়া নগরের কর্ত্তাগণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও মাঠ লইয়া নগরের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিলেন। এখন ক্ষুদ্র টম্পা একটী বৃহৎ রাজ-নগরীরূপে শোভা পাইতে লাগিল। কত বিপণি বসিল, রাজপথে গাড়ী-ঘোড়া ছুটিল—বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পানাগার, পান্থশালা কত যে স্থাপিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। সমগ্র আমেরিকা আসিয়া যেন টম্পায় বাস করিতে লাগিল। আমেরিকান্‌গণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আলস্যে দিন কাটাইবার লোক নহে! তাহারা বাণিজ্যকুশল-জাতি। চন্দ্রলোকে কামানের গোলা প্রেরণ দেখিবার জন্য আসিয়া তাহারা টম্পায় বাণিজ্য করিতে

আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিপুলায়তন এক একটী মালগুদাম নির্ম্মিত হইল, বাণিজ্য-বিষয়ক দৈনিক সংবাদপত্র পর্য্যন্ত বাহির হইতে আরম্ভ হইল। তখন যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশের সহিত টম্পানগরের সংযোগ ঘটাইবার জন্য নূতন রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গেল।

ধর্ম্মপিপাসু মানব যেমন একটী তীব্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া তীর্থ-দর্শনে গমন করে, সাত-সহস্র নর-নারী সেইরূপ আবেগের সঙ্গে ষ্টোনিহিলের দিকে ধাবিত হইল। তাহারা বাহির হইতে কামানটী দেখিয়াই নিরস্ত হইল না, ভূগর্ভে নয়শত ফিট্ নামিয়া কামানের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিল। নামিবার সুবিধার জন্য বৃহৎ বৃহৎ ক্রেণ আনাইয়া বার্বিকেন তাহার সঙ্গে আসন সংযুক্ত করিলেন। দর্শকগণ দর্শনী দিয়া সেই আসনে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে পাতালে প্রবেশ করিতে লাগিল। বার্বিকেন পরে হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে পাতালগামী যাত্রিগণের নিকট হইতেই তিনি ১৫৬২৫০০ টাকা দর্শনী পাইয়াছিলেন! এক শুভদিনে সমিতির কর্ম্মবীর সদস্যগণ কামানের তলদেশে, ভূ-পৃষ্ঠের নয়শত ফিট্ নীচে মহা-সমারোহে ভোজন করিলেন। বৈদ্যুতিক আলোকে সেই অন্ধকার পাতাল দিনের মত হইয়া উঠিল। সদস্যগণ ঘোররবে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি মসৃণ নলের গাত্রে আহত হইতে হইতে পাতাল হইতে নয়শত ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিপুল কামান গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল!

ম্যার্ষ্টন্ আনন্দে আত্মহারা হইয়া কহিলেন,—

"সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পেলেও আজ আমি এ স্থান ত্যাগ ক'রব না। এখনই যদি কেহ এই বিশাল কামানে বারুদ ভরে' গোলা পূরে'

আগুন দেয়—আমি তা'তেও রাজি। বরং রেণু রেণু হ'য়ে যাব—তবুও এক ইঞ্চি নড়্‌ব না। জয় গান্‌-ক্লাবের জয়—জয় যুক্তরাজ্যের জয়—জয় চন্দ্রলোকের জয়।"

সদস্যগণ সুরাপাত্র-করে কামানের অভ্যন্তরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"জয় গান্‌-ক্লাবের জয়—জয় যুক্তরাজ্যের জয়—জয় চন্দ্রলোকের জয়।"

তখন ধরণীপৃষ্ঠে সহস্র-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"জয় গান্‌-ক্লাবের জয়—জয় যুক্তরাজ্যের জয়—জয় চন্দ্রলোকের জয়।"

পাতালে ভোজন সমাপন করিয়া প্রফুল্ল ও গর্ব্বিতচিত্তে বার্বিকেন উপরে উঠিয়াই দেখিলেন, তাঁহার জন্য একখানি টেলিগ্রাম অপেক্ষা করিতেছে। বার্বিকেন ভাবিলেন, কেহ হয়ত আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন। টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পড়িবামাত্রই বার্বিকেনের মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। রুমালে মুখ মুছিয়া তিনি আবার উহা পড়িলেন—আবার পড়িলেন—আবার পড়িলেন! ভাবিলেন, অর্থ-বোধ হইল না! তাই ত'! এও কি সম্ভব!

বার্বিকেন কম্পিত-করে টেলিগ্রামখানি ম্যাট্‌সনের হস্তে দিলেন। ম্যাট্‌সন্ উচ্চ-কণ্ঠে পাঠ করিলেন,—

ফ্রান্স—প্যারি।
৩০ সেপ্টেম্বর—প্রভাত।

বার্বিকেন। টম্পানগর। ফ্লোরিডা। যুক্তরাজ্য।

আপনার গোলাকার গোলকের পরিবর্ত্তে ফাঁপা ডিম্বাকৃতি গোলা প্রস্তুত করুন। আমি উহার ভিতরে বসিয়া চন্দ্রলোকে যাইব! আমি আসিতেছি। আজই 'আট্‌লাণ্টা' জাহাজে লিভারপুল ছাড়িব।

মাইকেল আর্দ্দান।

গৃহ হইতে গৃহান্তরে, রাজপথ হইতে পথান্তরে—উদ্যানে, বিপণিতে, কর্ম্মশালায়, জাহাজ-ঘাটায়, রেল-ষ্টেশনে, ডাকঘরে সর্ব্বত্র এক কথা—চন্দ্রলোকে মানুষ যাবে! কেহ বলিল, মাইকেল আর্দ্দান নামে লোকই নাই—ওটা দুষ্ট-লোকের তামাসা মাত্র! কেহ বলিল, ওটা ফরাসী জাতির পাগলামীর নমুনা। ইহাও কি কখনো সম্ভব যে পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকে যাইবে! বাতাস পাইবে কোথায়? নিঃশ্বাস লইবে কি প্রকারে? আবার ফিরিয়া আসিবে কেমন করিয়া?

তৎক্ষণাৎ লিভারপুলের জাহাজ-ঘাটায় তারে সংবাদ গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর আসিল,—"টম্পানগরে যাইবার জন্য আট্‌লাণ্টা জাহাজ বন্দর ছাড়িয়াছে। সেই জাহাজে ফরাসী বৈজ্ঞানিক মাইকেল আর্দ্দান্ যাইতেছেন।"

সংবাদ পাইয়া বার্বিকেনের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল।

ম্যাট্‌সন্ কহিলেন,—"তবে দেখ্‌ছি এ সেই দুঃসাহসিক মাইকেল আর্দ্দান!"

আমেরিকার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মাইকেল আর্দ্দানের নাম মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। অনেকেই কহিল,—"আহা! অতবড় বৈজ্ঞানিক, দেখ্‌ছি—উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হ'য়েছেন!"

বার্বিকেন নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার কণ্ট্রাক্টর ব্রেড-উইল্ কোম্পানীকে জানাইলেন,—"আমি পুনরায় সংবাদ না দিলে গোলা প্রস্তুত করিবেন না।"

এ কথা যাহারা শুনিল, তাহারা কহিল—"ধীর স্থির বার্বিকেনও

দেখ্‌ছি পাগল হ'য়ে গেলেন। আমেরিকার কামানের গোলা আর তবে চন্দ্রলোকে যায় না!"

দেখিতে দেখিতে টম্পানগরের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ হইয়া উঠিল। নগরে খাদ্যের অভাব হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেল আর্দ্দানকে দেখিবার জন্য কেহ জাহাজে, কেহ রেলে, কেহ লঞ্চে টম্পা-মুখে ছুটিল! টম্পার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহ শত সহস্র পটাবাসে আচ্ছাদিত হইয়া বস্ত্রের নগররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

২০শে অক্টোবর প্রভাতে দেখা গেল, দূরে দিগ্বলয়ের কাছে জাহাজের ধূম। সমুদ্র-তীরে লোকারণ্য হইল। সন্ধ্যার সময় বিপুল হলহলা রব মধ্যে যখন জাহাজ আসিয়া ঘাটে ভিড়িল, তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ ছয় শত তরণী উহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

সর্ব্বাগ্রে জাহাজে উঠিয়া বার্বিকেন কহিলেন,—"মাইকেল আর্দ্দান!"

একজন আরোহী উত্তর দিলেন,—"এই যে হাজির!"

বার্বিকেন নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, আর্দ্দানের বয়স চল্লিশের অধিক হইবে না। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। সেই বৃহৎ মস্তকে ধূসরবর্ণ কেশদাম মন্দ পবনে উড়িতেছে—যেন সিংহের কেশর দুলিতেছে। তাঁহার আয়ত ললাট একটু উচ্চ। গুম্ফ মার্জ্জার-গুম্ফের ন্যায় দীর্ঘ, নাসিকা বংশীর ন্যায়, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল। তাঁহার বাহুযুগল সবল—দেহ সুগঠিত—চলন-ভঙ্গী শক্তি-জ্ঞাপক। তাঁহার পরিচ্ছদ শ্লথ-বিন্যস্ত, জামায় আস্তিন্ বোতামশূন্য!

ফ্রান্সে এবং য়ুরোপে মাইকেল আর্দ্দানকে সকলেই জানিত।

তাহারা জানিত যে সেই সরলপ্রাণ অনাড়ম্বর দুঃসাহসিক ব্যক্তির হৃদয়ে একটী কর্ম্ম-ব্যাকুলতা সর্ব্বদা তপ্ত অনলের মত প্রজ্জ্বলিত থাকিত। তিনি শুধু এই কথাই বলিতেন যে আমরা যাঁহাকে অসম্ভব বলি, পৃথিবীতে তাহাও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

বার্বিকেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এই অদ্ভুত লোকটীকে দেখিতে-ছিলেন, সহসা বহুলোকের সমবেত-কণ্ঠে জয়ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন জাহাজ লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর্দ্দান শত শত ব্যক্তির সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন। করমর্দ্দন করিতে করিতে আর্দ্দান যখন দেখিলেন যে সে জনস্রোতের অন্ত নাই—তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আপন কক্ষে পলায়ন করিলেন। বার্বিকেন নীরবে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বার্বিকেন কহিলেন,—

"আপনি তা' হ'লে চন্দ্রলোকে যাওয়াই স্থির ক'রেছেন?"

"নিশ্চয়।"

"কিছুতেই নিবৃত্ত হ'বেন না।"

"না। কিছুতেই নয়।"

"আপনার প্রস্তাব যে কত গুরুতর সে বিষয়ে অবশ্যই সকল কথা ভেবে দেখেছেন?"

"কি আর ভাববো? আমার কি অত সময় নষ্ট করার উপায় আছে? যেই শুনলেম যে চন্দ্রলোকে কামানের একটা গোলা যা'চ্ছে, ভাবলেম এই সুযোগে একবার বেড়িয়ে এলে হয়। এ আর এমনই বা কি একটা গুরুতর কাজ যে এত ভাবতে হবে!"

"যাবার একটা উপায় বোধ হয় ঠাউরেছেন ?"

"হাঁ, তা' স্থির ক'রেছি বৈকি। তবে জনে জনে সে কথা বলার অবসর আমার নাই। কালই একটা সভা ডাকুন। যদি ইচ্ছা হয়— সেই সভায় আপনার সমুদয় যুক্তরাজ্যটাকেই নিমন্ত্রণ করুন। যা' কিছু বল্‌বার সেই সভাতেই ব'ল্‌বো। কেমন, এতে আপনি রাজি ?"

বার্বিকেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কহিলেন,—"হাঁ, রাজি।"

বার্বিকেনের সহিত সে দিন রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত আর্দ্দানের অনেক কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কি কথা হইয়াছিল কেহ তাহা বলিতে পারে না।

দ্বিপ্রহর রজনীতে লোকে দেখিল, বার্বিকেন হৃষ্টচিত্তে জাহাজ হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, হৃদয়ের গুরুভার আর নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাইকেল আর্দ্দান

পরদিন প্রভাতে বার্বিকেন একটী বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। টম্পানগরের নূতন বৃহৎ টাউনহলে স্থান হইবে না বুঝিয়া বার্বিকেন উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে জাহাজের পর্দ্দা দিয়া একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপ প্রস্তুত করিলেন। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। যখন সভা আরম্ভ হইল, তখন মনে হইল একটী বিরাট জনসমুদ্র হেলিতেছে দুলিতেছে—কখনো বা কাঁপিয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে সভাতলে তিন লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়াছিল। যাহারা মণ্ডপে স্থান পায় নাই তাহারা মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়াছিল!

মাইকেল আর্দ্দান ও বার্বিকেন একটী মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিশাল জনতার সম্মুখে মাইকেল আর্দ্দান নিঃশঙ্ক-চিত্তে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—

"বন্ধুগণ! আমি যে কেমন ক'রে চন্দ্রলোকে যেতে চাই, তার একটা কৈফিয়ৎ দিবার জন্যই আজ সভা আহূত হ'য়েছে। আমি আগেই ব'লে রাখি, প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই আমাকে স্পর্শ ক'র্‌বে না।"

"আমি বিশ্বাস করি যে একদিন না একদিন চন্দ্রলোকে যাবার অনেক সুব্যবস্থা হ'বে। উন্নতিই সংসারের রীতি। এই দেখুন না,

প্রথমে গোযান, তারপর অশ্বযান, তারপর রেলগাড়ী! আমি বলি ভবিষ্যতে মানুষ কেবল কামানের গোলায় চড়েই যাতায়াত ক'র্‌বে। এতে সময় লাগে কম, অথচ পথশ্রম নাই।"

"আপনারা ব'ল্‌বেন, গোলকটী যে ভয়ানক বেগে চ'ল্‌বে, তা'তে ওর ভিতর থাকৃতে পারে কার সাধ্য! কিন্তু এ কথাটা আদৌ ভাব্‌বার কথা নয়। আমাদের পৃথিবী—এই যে সব চেয়ে ছোট এতটুকু পৃথিবী—সে ত ঘণ্টায় ২৯১০০ মাইলের কম চলে না! আর দেখুন দেখি, আমরা কত অলস। কেহ কেহ বলেন, মানুষ একটা সীমাবদ্ধ জীব। তাকে সেই গণ্ডীর ভিতর থাক্‌তেই হ'বে! পৃথিবী ছেড়ে গ্রহলোকে যাবার অধিকার তার নাই। কিন্তু এটা মস্ত ভুল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সে উপায়ও আবিষ্কৃত হ'বে। আজ আমরা যেমন পৃথিবীর সমুদ্রটা হেলায় উত্তীর্ণ হচ্ছি, কালে তেমনি আকাশ-সমুদ্রও পার হ'য়ে যা'ব! তখন বিশ বৎসরের মধ্যে দেখা যাবে, পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক চন্দ্রমণ্ডলে বেড়াতে চ'লেছে।"

একজন শ্রোতা কহিলেন,—"গ্রহাদিতে কি কোন জীব-জন্তু আছে?"

আর্দ্দান। আছে বৈ কি! প্লুটার্ক, সুয়েডেনবার্গ, বার্ণাডিন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষায় স্থির ক'রেছেন যে গ্রহাদিতেও জীব-জন্তু আছে!"

আর একজন দর্শক কহিলেন,—"গ্রহাদি যে বাসোপযোগী নয়—এরও ত অনেক প্রমাণ আছে। আর যদি সেগুলি বাসের যোগ্যই হয়, তা' হ'লে জীবনধারণের উপায়গুলিকেও বদ্‌লে নিতে হ'বে।"

আর্দ্দান। তা' ত' বটেই! তা' যেটা যেমন উপস্থিত হ'বে, তেমনি করা যাবে। আমি ত' একজন মূর্খ অজ্ঞ লোক। গ্রহাদিতে কোন জীব বাস করে কিনা তা' ঠিক জানি না। জানি না বলেই ত' দেখ্‌তে যাচ্ছি।"

চারিদিক হইতে তখন একটা বিপুল হল্‌হলা রব উত্থিত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী একটু শান্ত হইলে পর মাইকেল আর্দ্দান বলিলেন,—

"বন্ধুগণ! গ্রহ নক্ষত্রাদিতে যে জীব বাস করে, ইচ্ছা করলে তার অনেক প্রমাণ দিতে পারা যায়। সে উপদেশ দিবার জন্য ত' আমি এখানে আসি নাই। যদি কেহ বিশ্বাস করেন যে সৌরজগৎ বাসের যোগ্য নয়, তাঁকে এই কথাই ব'ল্‌তে চাই যে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাই যে বাস্তবিকই বাসের যোগ্য তার প্রমাণ কি? আপনারা দেখ্‌ছেন ত' যে পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র একটা। আর এমন গ্রহও আছে যাদের উপগ্রহের সংখ্যা একের অধিক। তবুও সেগুলি হ'লো না বাসের যোগ্য—এ কথা কি কেহ বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে? পৃথিবীর ঋতুভেদ দেখুন কি একটা অসুবিধার ব্যাপার! কখনো দারুণ গ্রীষ্ম, কখনো দারুণ শীত! পৃথিবী আপন অক্ষ-রেখার উপর একটু বেশী বক্রভাবে অবস্থিত থেকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে বলেই ত' দিন ও রাত্রি এবং ঋতুভেদ। এই ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়েই যত রোগ এসে আমাদের ধরে! কিন্তু জুপিটারকে দেখুন দেখি। সে তার অক্ষরেখার উপর সামান্য বক্রভাবে অবস্থিত। সুতরাং সে স্থানে ঋতুভেদ নাই—রোগও তাই কম হ'বেই! জুপিটার যে এই বিষয়ে পৃথিবী-অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ তা' ত' বোঝাই যাচ্ছে।"

মাইকেল আর্দ্দানের কথা শুনিয়া সভার লোক উৎসাহে করতালি দিতে লাগিল। সভা যখন আবার শান্ত হইল, তখন একজন শ্রোতা গুরু-গভীর-কণ্ঠে কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি ব'ল্‌ছেন যে চন্দ্রে জীবের বাস আছে। তা' হ'লে তারা নিশ্চয়ই নিঃশ্বাস লয় না। চন্দ্রলোকে ত' বাতাস নাই।"

"তাই নাকি ? কেমন করে' সেটা জান্‌লেন ?"

"পণ্ডিতেরা বলেন।"

"বটে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"দেখুন, যাঁরা জেনে শুনে দেখে পণ্ডিত, তাঁদের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। যাঁরা কিছু না জেনেই পণ্ডিত তাঁরা ঘৃণার পাত্র! আপনি বোধ হয়, মনে মনে ভাব্‌ছেন যে চন্দ্রে বাতাস নাই!"

"তার অসংখ্য অখণ্ডনীয় প্রমাণ আমি দিতে পারি। আপনি বোধ হয় জানেন যে, যখন সূর্য্যের কর বাতাসের ভিতর দিয়ে আসে, তখন ঠিক সরল রেখায় আসতে পারে না—একটু বক্রভাবে আসে। একেই বলে আলোক-রশ্মির পরাবৃত্তি। চন্দ্র যখন নক্ষত্রকে আবৃত করে, তখন নক্ষত্রের আলোক-রেখা চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তভাগ ঘেঁসে আসে, কিন্তু তিল মাত্র পরাবৃত্তি ঘটে না। এতেই ত' প্রমাণ হ'চ্ছে চন্দ্রে বাতাস নাই।"

একটু বিদ্রূপের কণ্ঠে আর্দ্দান কহিলেন,—"তাই নাকি ?"

প্রশ্নকারী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন,—"তা' বৈ কি। ১৭১৫ সালে জ্যোতির্ব্বিদ্ লুভিলে এবং হেলি চন্দ্রগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ ক'রেছিলেন।

তাঁরা দেখ্‌লেন, চন্দ্রে এক অদ্ভুত আলোক-রশ্মি দেখা যাচ্ছে। তাঁরা উল্কা প্রভৃতির আলোক দেখেই চন্দ্রের আলোক বলে' মনে ক'রেছিলেন।"

"বেশ, ও কথা তবে ছেড়ে দিন্। ১৭৮৭ সালে কি হার্সেলের ন্যায় জগন্মান্য পণ্ডিত চন্দ্রে আলোক-বিন্দু দেখেন নাই?"

"দেখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি যে কি, তা' তিনি নিজেই ঠিক ক'র্‌তে পারেন নাই।"

আর্দ্দান কহিলেন,—"চন্দ্র সম্বন্ধে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে দেখ্‌ছি ত'।"

"হাঁ, আছে বৈ কি। মুসেঁ বিয়ার বা মড্‌লারের মত বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষকও স্বীকার ক'রেছেন যে চন্দ্রে বাতাস নাই।"

আর্দ্দান গম্ভীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ মুসেঁ লসেদতের নাম বোধ হয় জানা আছে?"

"আছে বৈ কি?"

"তাঁর পর্য্যবেক্ষণের উপরও শ্রদ্ধা আছে?"

"আছেই ত'।"

"চন্দ্রে যে বাতাস নাই, তিনি ত' এ কথা বলেন নাই। বরং বলেন বাতাস আছে।"

"থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে বাতাস নিশ্চয়ই লঘু—মানুষের যোগ্য নয়।"

"যতই লঘু হোক্, একজনের মত বাতাস পাওয়াই যাবে। একবার চন্দ্রলোকে যেতে পার্‌লে হয়, বাতাসের ব্যবস্থা সেখানেই করে

নেবো। না হয়, নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে নিঃশ্বাসই নেবো না। চন্দ্রে যেমন বাতাসই থাক্, বাতাস আছে এটা যখন স্বীকার ক'রছেন, তখন এটাও স্বীকার ক'রছেন যে জলও আছে। কারণ জল না থাক্‌লে ত' বাতাস থাকে না।"

"তা' যেন হলো—গোলাটা যখন বায়ুস্তর ভেদ করে' উঠ্‌বে, তখন সেই ঘর্ষণে যে উত্তাপ হবে তাতেই—"

বাধা দিয়া আর্দ্দান বলিলেন—"আমি পুড়ে' মরবো, কেমন? তা' পুড়ছিনে! বায়ুস্তর পার হ'তে কয় সেকেণ্ড লাগ্‌বে তা জানেন ত? গোলকের পাশটাও খুবই পুরু।"

"খাদ্যসামগ্রী—জল—এ সবের কি হবে?"

"এক বৎসরের মত সঙ্গে নিয়ে যাব। পথে ত মোটেই ৪ দিন থাক্‌তে হবে, তারপর সেখানে যেয়ে ব্যবস্থা করা যাবে!"

"পথে নিশ্বাস নেবার বাতাস পাবেন কোথায়?"

"রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করে' নেবো।"

"চন্দ্রলোকে যদি যেতেই পারেন, তা' হ'লে সেখানে যেয়ে যখন আছাড় খেয়ে পড়বেন তখন—"

"পৃথিবীতে পড়লে যতটা বেগে প'ড়তাম, বেগ তার চেয়ে ত অন্ততঃ ছয় গুণ কম হবে!"

"তা' হো'ক্—কিন্তু তাতেই যে আপনি কাচের টুক্‌রার মত রেণু রেণু হবেন!"

"ইচ্ছা কর্‌লেই ত পতন-বেগ কমাতে পার্‌বো। আমি কতকগুলো হাউই-বাজি সঙ্গে নেবো। উপযুক্ত সময়ে তাতে আগুন দিলেই গোলার

একটা বিপরীত বেগ আসবে। কাজেই আমি ধীরে ধীরে যেয়ে চন্দ্রলোকে প'ড়বো!"

"আচ্ছা, ধরে নিলাম আপনি নির্ব্বিঘ্নে গেলেন—কিন্তু ফিরবেন কেমন ক'রে?"

"এ-ই কথা! আমি যে আর ফিরবই না!"

যাহারা শুনিল তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভাবিল—এ বলে কি!

প্রশ্নকারী কহিলেন—

"আমি দেখ্‌ছি আপনার ঘোর বিপদ অতি নিকটে। আপনি ভাব্‌ছেন না যে, যে মুহূর্ত্তে অতবড় একটা গোলা কামানের বাহির হ'বে, অমনি এমন একটা ধাক্কা লাগবে যে তা'তেই আপনার হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ হ'বে!"

"এতক্ষণে আপনি একটী প্রকৃত বাধার কথা ব'লেছেন দেখ্‌ছি। তা' সেজন্য কোনো চিন্তা নাই। আমার বন্ধু এর একটা উপায় ক'রবেনই।"

"কে তিনি, জান্‌তে পারি কি?" উত্তর হইল—"বাবিকেন"।

"যে নির্ব্বোধ এই অসম্ভব প্রস্তাবটী তুলে' সমস্ত পৃথিবীটাকে মত্ত করেছে?"

কাহারও আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে প্রশ্নকারী বাবিকেনকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা কহিলেন। বাবিকেন আর আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। মঞ্চ হইতে নামিয়া প্রশ্নকারীর দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিতেই দেখিলেন প্রশ্নকারী জনসমুদ্রে বুদ্বুদের মত মিশিয়া গিয়াছেন।

মাইকেল আর্দ্দানের দুঃসাহসিকতায় উন্মত্ত জনসঙ্ঘ বার্বিকেনকে আর মঞ্চ হইতে নামিবার অবসর দিল না। তাহারা মাইকেল আর্দ্দান ও বার্বিকেনকে মঞ্চসহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া মহা-সমারোহে জাহাজ-ঘাটার দিকে অগ্রসর হইল। মঞ্চ-বহনের গৌরব লাভ করিবার জন্য একটা বিষম কাড়াকাড়ি মারামারি লাগিয়া গেল!

প্রশ্নকারী এই গোলযোগের সুযোগে পলায়ন না করিয়া মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ-ঘাটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

জনসঙ্ঘ যখন মঞ্চটা বহিয়া আনিয়া টম্পানগরের বন্দরে নামাইল তখন বার্বিকেন ও আর্দ্দান ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন। বার্বিকেন দেখিলেন তাঁহার সম্মুখেই সেই প্রশ্নকারী! তিনি রুষ্টকণ্ঠে কহিলেন—

"এদিকে আসুন—কথা আছে।"

প্রশ্নকারী বিনা বাক্যব্যয়ে বার্বিকেনের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রতীরের একটা নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বার্বিকেন তীব্রকণ্ঠে কহিলেন—

"মহাশয়ের নাম জান্‌তে পারি কি?"

"আমার নাম কাপ্তান নিকল্।"

"নিকল্!"

"হাঁ।"

সহসা তথায় বজ্রপতন হইলেও বার্বিকেন এত চমকিত হইতেন না। তিনি কহিলেন—

"আজই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।"

"আমি নিজেই সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি!"

"আপনি আজ আমাকে অপমানিত করেছেন !"

"হাঁ করেছি। দশের শতের লক্ষের সম্মুখে করেছি।"

"তার প্রতিশোধ চাই !"

"বেশ ত এখনই—আমি প্রস্তুত।"

"না এখন নয়—আমি গোপনে শোধ নিতে চাই। টম্পা থেকে তিন মাইল দূরে একটা বন আছে জানেন ?"

"খুব জানি।"

"কাল প্রভাত ৫টায় সেখানে আস্তে পারেন কি ?"

"নিশ্চয় পারি, যদি আপনি অনুগ্রহ করে আসেন।"

"আপনার বন্দুকটা সঙ্গে আন্তে ভুল্বেন না।"

"আপনিও যেন না ভোলেন !"

বার্বিকেন তীরের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রজনী তাঁহার অনিদ্রায় কাটিল। প্রভাতের দ্বৈরথ সমরের অপেক্ষায় নহে—কামান হইতে গোলা বাহির হইবার সময় গোলার গায়ে যে ধাক্কা লাগিবে, কি করিলে তাহার বেগ যথাসম্ভব কম হয় সেই চিন্তায় !

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বৈরথ সমর

পরদিন অতি প্রভাতে ম্যাট্‌সন্ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মাইকেল আর্দ্দানের শয়নকক্ষের দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সমাগত ঊষার মন্দ পবন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজপথের দীপালোক নির্ব্বাপিত হয় নাই।

আর্দ্দানের সাড়া না পাইয়া ম্যাট্‌সন্ আবার দ্বারে আঘাত করিতে করিতে কহিলেন—"খুলুন—খুলুন—দ্বার খুলুন। দোহাই ধর্ম্মের খুলুন। বড় বিপদ উপস্থিত।"

আর্দ্দান্ শশব্যস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বার খুলিবামাত্র ম্যাট্‌সন্ একলম্ফে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"কাল সভায় একজন ভদ্রলোক বার্বিকেনকে অপমানিত করেছিলেন বলে' বার্বিকেন তাঁকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করেছেন। সে অপমানকারী বার্বিকেনের চিরশত্রু কাপ্তান নিকল্! আজ প্রভাতেই সমর। হয় নিকল্ না হয় বার্বিকেন—দু'জনের একজনকে আজ মর্‌তেই হবে! বাবিকেন নিজেই আমাকে এ কথা বলেছেন। যেমন করেই হোক্ এ যুদ্ধ এখন বন্ধ রাখ্‌তেই হবে। বার্বিকেনকে আমরা এখন কিছুতেই মর্‌তে দিতে পারি না। আপনি চেষ্টা না কর্‌লে আর উপায় দেখ্‌ছি না।"

আর্দ্দান্ ক্ষিপ্রহস্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে কহিলেন—

"আপনাদের দেশের লোক দেখ্‌ছি তুচ্ছ কথায় বন্য পশুর মত নরহত্যা কর্‌তে কুণ্ঠিত নন! বার্বিকেন্ কোথায়?"

"জানি না—বোধ হয় এতক্ষণ সমরাঙ্গণে।"

"কোথায় সে সমরাঙ্গণ?"

"সহরের নিকটেই যে বন আছে—সেই বনে।"

উভয়ে কালবিলম্ব না করিয়া কাননাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজ-পথ দিয়া গেলে বিলম্ব হইবে আশঙ্কায় তাঁহারা শিশির-সিক্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে নামিলেন এবং পরে পয়ঃনালী উল্লম্ফনপূর্ব্বক তীরবেগে ধাবিত হইলেন। ম্যাট্‌সন্ যাইতে যাইতে বার্বিকেনের সহিত নিকলের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন কাঠুরিয়ার সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।

কাঠুরিয়াকে দেখিয়াই আর্দ্দান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বনে একজন শিকারীকে দেখেছ কি?"

"হাঁ, দেখেছি।"

"কখন দেখ্‌লে?"

"সে অনেকক্ষণ—প্রায় এক ঘণ্টা হ'বে।"

ম্যাট্‌সন্ ও আর্দ্দান্ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এক ঘণ্টা! তবে বুঝি এতক্ষণ শেষ হ'য়ে গেল! তুমি বন্দুকের শব্দ শুনেছ কি?"

কাঠুরিয়া কহিল,—"না।"

"একবারও না?"

"না।"

"কোন্ দিকে শিকারীকে দেখ্‌লে?"

কাঠুরিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বনের গভীর অংশ দেখাইল। ম্যাট্‌সনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আর্দ্দান সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তখনো কাননে অরুণের রক্তরাগ প্রবেশ করে নাই। তখনো তিমিরাবৃতা রজনীর অন্ধকার স্নেহালিঙ্গনে বৃক্ষশাখাদিগকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। সুদীর্ঘ ওক, পত্রবহুল তিন্তিড়ী, বৃহৎ ম্যাগ্‌নোলিয়া প্রভৃতির উচ্চশির তখন অরুণ রাগে উজ্জ্বল হইতেছিল মাত্র। বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, শাখায় পল্লবে, লতায় শাখায়, জড়া-জড়ি, মিশা-মিশি করিয়া কাননের সেই অংশকে এতই নিবিড় ঘন করিয়াছিল যে দশ হস্ত মাত্র দূরে কেহ দণ্ডায়মান থাকিলেও সহসা দেখিবার উপায় ছিল না। স্থান হইতে স্থানান্তরে বনে বনে ঘুরিয়াও যখন বার্বিকেনকে দেখা গেল না, তখন আর্দ্দান্ কহিলেন,—"হয়ত বার্বিকেন্ দ্বৈরথ সমরের সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রেছেন—বনে আসেন নাই।"

গর্ব্বিত-কণ্ঠে একটু তিরস্কারের সুরে ম্যাট্‌সন্ কহিলেন,—"অসম্ভব! আমেরিকান্ কোনো দিন কথার খেলাপ করে না। তার যে কথা, সেই কাজ।"

আর্দ্দান্ সে কথার উত্তর না দিয়া আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,—"বার্বিকেন! বার্বিকেন! নিকল্! নিকল্!" তাঁহার চীৎকার শুনিয়া পক্ষিগণ ইতস্ততঃ উড়িয়া বসিতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে আরও উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। দুই একটা ভীত মৃগ তাঁহাদিগের পার্শ্ব দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

উভয়ে আরও গহন বনে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই ম্যাট্‌সন্ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"ওটা কে দেখুন দেখি—"

"নিঃসন্দেহে বলা যায় একজন মানুষ।"

"জীবিত? না মৃত? কৈ নড়ে চড়ে না ত? কৈ বন্দুক ত হাতে নাই? লতার আড়ালে মুখখানা ঢাকা পড়েছে দেখ্‌ছি!"

"চলুন নিকটে যাই।"

উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আর একটু অগ্রসর হইবামাত্রই ম্যাট্‌সন্‌ চিনিলেন,—কাপ্তান্‌ নিকল্‌। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া তিনি কহিলেন,—"কাপ্তান নিকল্‌! নিশ্চয়ই তবে বার্বিকেনের মৃত্যু ঘটেছে?"

"নি-ক-ল্‌?" আর্দ্দান্‌ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"নি-ক-ল!" উভয়ে নিকটে যাইয়া দেখিলেন, একটা পক্ষী বিষাক্ত ঊর্ণনাভের জালে আবদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, আর নিকল্‌ অতি যত্নে পক্ষীকে জালমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার বন্দুকটা পদ-নিম্নে ঘাসের মধ্যে পড়িয়া আছে। পক্ষীটা জালমুক্ত হইয়া উড়িয়া উঠিল এবং নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া পুচ্ছ নাড়িতে লাগিল। নিকল্‌ অতিশয় স্নেহ-পূর্ণ-দৃষ্টিতে পক্ষীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ দৃশ্য দেখিয়া আর্দ্দান্‌ ভাবিলেন,—এত করুণা যাঁর, তিনি কি কখনো নৃশংস নরঘাতক হ'তে পারেন! আর্দ্দান্‌ নিকটে যাইয়া কহিলেন,—

"কাপ্তান নিকল্‌! সত্যই আপনি দয়ালু-হৃদয় বীর-পুরুষ।" নিকল্‌ চমকিত হইয়া উঠিলেন। বিস্ময়ে বলিলেন,—

"এ কে? মাইকেল আর্দ্দান্‌? আপনি এখানে কেন?"

"আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করে' দ্বৈরথ সমর বন্ধ ক'র্‌তে এসেছি।

এ যুদ্ধে লাভ কি? হয় আপনি মর্‌বেন, না হয় বার্বিকেনের মৃত্যু হ'বে?"

"কি বল্লেন—বার্বিকেন? আমি দু'ঘণ্টা ধ'রে তার সন্ধানে ফির্‌ছি! দ্বৈরথ-যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ক'রে আমেরিকান্ যে এমন ক'রে পালায় তা' জান্‌তাম না!"

ম্যাট্‌সন্ তীব্র-কণ্ঠে কহিলেন,—"আমেরিকান্ পালাতে জানে না। প্রভাত হ'বার বহু পূর্ব্বেই বার্বিকেন্ এ দিকে এসেছেন।"

"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? আমার অনেক কাজ আছে। চলুন, তাঁকে খুঁজে দেখা যাক্। এ সামান্য কাজটার জন্য এত সময় নষ্ট করা যায় না!"

আর্দ্দান্ বলিলেন,—

"ব্যস্ত হ'বেন না। বার্বিকেন্ যদি জীবিত থাকেন, তা'হ'লে আমরা নিশ্চয় এখনই তাঁকে পাব। কিন্তু আমি ঠিক বল্‌ছি, আপনাদের দু'-জনের দেখা হ'লে যুদ্ধ আর হ'বে না।"

"সে আর হয় না—আজ আমাদের এক জনকে মর্‌তেই হ'বে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জ্বালা বুকে নিয়ে এমন ক'রে কি বেঁচে থাকা যায়?"

ম্যাট্‌সন্ তখন অপেক্ষাকৃত কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—

"কাপ্তান্! আমি বার্বিকেনের পরম বন্ধু। যদি আজ নরহত্যা করাই আপনার আবশ্যক হয়, তবে আমাকেই হত্যা করুন। আমাকে মারাও যা' বার্বিকেনকে মারাও তাই!"

ম্যাট্‌সন্ মুহূর্ত্তে তাঁহার কোট্‌টা ভূমে নিক্ষেপ করিয়া প্রশস্ত-বক্ষে দাঁড়াইলেন! নিকলের নয়নে ও বদনে সহসা শয়তানের আবির্ভাব হইল!

তিনি চকিতে বন্দুক তুলিলেন! উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আর্দ্দান্ কহিলেন—"বন্ধু ম্যাট্‌সন্ তাঁর সখার জীবন রক্ষা ক'র্‌তে আত্মদান কর্‌ছেন দেখ্‌ছি। কিন্তু আমি এখনো বল্‌ছি, এ হত্যা হ'তে দিব না। আমি আপনাদের কাছে এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব ক'র্‌ব যে মর্‌তে আপনাদের ইচ্ছা হ'বে না!"

একটু বিদ্রূপ-মিশ্রিত অবিশ্বাসের কণ্ঠে নিকল্ কহিলেন—"কি সে প্রস্তাব শুন্‌তে পাই কি?"

"ধৈর্য্য ধরুন। বার্বিকেনের অসাক্ষাতে সে কথা বলা ঠিক হ'বে না।"

"তবে, চলুন, তাঁকে খুঁজে দেখি।"

"বেশ চলুন।"

তিন জনে তখন বার্বিকেনের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই নিকল্ থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং দূরে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। ম্যাট্‌সন্ ও আর্দ্দান্ দেখিলেন, সুদীর্ঘ তৃণাদির ভিতর একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ-কাণ্ডে ঠেস্ দিয়া বার্বিকেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহের সকল অংশ দেখা যাইতেছে না।

মাইকেল আর্দ্দান্ বার্বিকেনকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বার্বিকেন নীরব—যেন পাষাণ-প্রতিমা। আরও নিকটে যাইয়া আর্দ্দান্ দেখিলেন, বার্বিকেন তন্ময় হইয়া কতকগুলি জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন! তাঁহার পদনিম্নে রাইফেলটী পড়িয়া আছে।

আর্দ্দান্ তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন,—"বার্বিকেন্!"

বার্বিকেন চমকিত হইয়া কহিলেন—"এ কি! আর্দ্দান্ যে! হয়েছে—হয়েছে—আমি উপায় পেয়েছি—আর চিন্তা নাই!"

"কিসের উপায়?"

"সেই-টে করার।"

"কি করার?"

"গোলাটা যখন কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়বে তখন ত প্রবল একটা ধাক্কা লাগ্‌বে, যাতে তা' না লাগে তার পথ পেয়েছি।"

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে আর্দ্দান্ কহিলেন—"সত্যি?"

ঈষৎ একটু হাসিয়া বার্বিকেন বলিলেন—"বেশী কিছু নয়—জলকে স্প্রিংএর কাজে লাগালেই হয়। তার উপর বস্‌বার আসন থাক্‌বে। আরে—ম্যাট্‌সনও যে এখানে।"

আর্দ্দান্ বার্বিকেনের কর ধারণ করিয়া কহিলেন—"ওই গাছের কাছে কাপ্তেন নিকলও আছেন। আসুন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।"

বার্বিকেনের কপোলের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি সলজ্জভাবে বলিলেন—"কি লজ্জা! কথা রাখ্‌তে পারি নি!" নিকল্‌কে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"কাপ্তেন্ নিকল্! ক্ষমা কর্‌বেন। আমারই দোষে আপনাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হয়েছে। আমাদের গোলাটা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে আমি যুদ্ধের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম! তা' আসুন, আমি ত প্রস্তুত।" বার্বিকেন তাঁহার বন্দুকটা তুলিয়া লইলেন।

মাইকেল আর্দ্দান্ কহিলেন—"পৃথিবীর সৌভাগ্য যে আপনাদের মত দু'টী বীরের এর পূর্ব্বে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনাদের উভয়ের হৃদয়ই দেখ্ছি মহৎ! এত মহত্ত্ব কি পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করার জন্যই আপনাদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল?"

বার্বিকেন ও নিকল্ নীরব হইয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর্দ্দান্ বলিতে লাগিলেন—"আমি বেশ বুঝেছি, আপনারা দু'জনেই একটা ভুলের চারিদিকে ঘুর্ছেন। সেই ভুলটাকে যতই বড় করে' দেখ্ছেন ততই আপনাদের মনের আগুন জ্বলে উঠ্ছে! বার্বিকেন বিশ্বাস করেন যে তাঁর গোলা নিশ্চয়ই চন্দ্রলোকে যাবে। বন্ধু নিকল্ ভাব্ছেন—কখনো যাবে না।"

নিকল্ কহিলেন—"ঠিক তাই। ও গোলা কি কখনো চন্দ্রে যেতে পারে?"

বার্বিকেন বলিলেন—"কেন যাবে না? ঠিক যাবে।"

মাইকেল আর্দ্দান্ বলিলেন—"বেশ ত, দুজনেই তবে আমার সঙ্গে চন্দ্রলোকে চলুন। গোলাটা যায় কি না যায়, তা দেখ্তেই পাবেন।"

বার্বিকেন ও নিকল্ যুগপৎ কহিলেন—"আমি প্রস্তুত।"

হর্ষে আর্দ্দানের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কর ধারণ করিয়া উভয়েরই জয় ঘোষণা করিলেন।

দ্বৈরথ-সমর আর ঘটিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা

তখনো কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া কহিতেছিলেন, গোলকের ভিতরে মানুষ যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য বার্বিকেন একটা ৩২ ইঞ্চি কামান আনিলেন। একটী ফাঁপা-গোলা প্রস্তুত করিয়া বার্বিকেন তাহার ভিতরটা অতিশয় কোমল গদি দ্বারা আবৃত করিলেন। গদির ভিতর অতি উৎকৃষ্ট স্প্রীং বসানো হইল। গোলকের মধ্যে একটী জীবিত মার্জ্জার ও একটী শজারু রাখিয়া বার্বিকেন ঢাকনাটী স্ক্রু দিয়া বন্ধ করিলেন এবং কামানে ২ মণ বারুদ ঢালিয়া মহাশূন্যে গোলা নিক্ষেপ করিলেন। শত সহস্র নরনারী সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে গোলাটী সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া বক্রগতিতে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। উহাকে কুড়াইয়া আনিয়া দেখা গেল, মার্জ্জার সামান্য একটু আহত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু গোলার মধ্যে বসিয়াই শজারুকে খাইয়া ফেলিয়াছে।

পরীক্ষার ফল দেখিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইলেন। ম্যাট্‌সন্ বারংবার বলিতে লাগিলেন—"আমাকেও সঙ্গে নিন্—আমিও চন্দ্রলোকে যাব।" বার্বিকেন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"তা' কি হয়—অত স্থানই সে হবে না!" ম্যাট্‌সন্ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য বারবার আর্দ্দানকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

আর্দ্দানের এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। প্রত্যহ এত লোক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিল যে তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। একদিন কতকগুলি পাগল আসিয়া বলিল—"আমরা চন্দ্রলোকেরই অধিবাসী। স্বদেশে যাবার জন্য আমরা বড় ব্যস্ত হয়েছি—অনেকদিন দেশ ছাড়া! আপনি যদি আমাদের সঙ্গে নিতেন!"

আর্দ্দান্ তাহাদিগকে কহিলেন—"এবার বড়ই স্থানাভাব। এবার আপনাদের চিঠিপত্র আমার সঙ্গে দিন্। আমি সেখানে যেয়ে আপনাদেরও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"

যাহারা আর্দ্দানের দেখা পাইল না, তাহারা তাঁহাকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল! প্রতিদিন এত পত্র আসিতে লাগিল যে, সে সমুদয় পাঠ করিবারই সময় হইল না। ধনকুবের আমেরিকান্‌দিগের কুমারী কন্যাগণ আর্দ্দানকে বিবাহ করিবার জন্য প্রতিদিন পত্র লিখিতে লাগিলেন! আর্দ্দান্ মনে মনে ভাবিলেন, কি আপদেই পড়িলাম!

১০ই নভেম্বর যখন ব্রেড্‌উইল্ কোম্পানীর নিকট হইতে গোলাটী আসিয়া পৌছিল, তখন উহা দেখিবার জন্য ষ্টোনিহিলের নরনারী পাগলের মত ছুটিল। বার্বিকেন উহা মুক্ত প্রান্তরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তপন-কিরণে গোলাটী দিনের পর দিন জ্বলিতে লাগিল।

আর্দ্দান্ গোলাটী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কহিলেন—"এতে ললিত শিল্পের কোনো চিহ্ন দেখ্‌ছি না। এমন একটা ন্যাড়া-মুড়া গোলা দেখে চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা যে ধিক্কার দিবে!"

বার্বিকেন এ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিলেন—"বাহিরের সৌষ্ঠব না হয় না-ই হ'লো। ভিতরটা আপনার পছন্দ-সই করে' নিন্।"

আর্দ্দান স্বীকৃত হইলেন।

বার্বিকেন মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে লোহার স্প্রীং যতই কেন ভালো না হউক, তাহাতে কাজ হইবে না। তাই তিনি জলের ব্যবহার করিলেন। গোলার মধ্যে তিন ফিট পর্য্যন্ত জল ঢালা হইল। সেই জলের উপর কাষ্ঠের একখানি চাকৃতি রহিল। ইহা গোলার গায়ে এমন ভাবে লাগান হইল যে, ইচ্ছা মাত্রেই খুলিতে পারা যায়। এই নবীন ভেলার উপর বার্বিকেন যাত্রীদিগের বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জলকে থাকে থাকে কয়েকভাগে বিভক্ত করিবার মানসে বার্বিকেন জলের মধ্যে পর পর কয়েকখানি কাষ্ঠচক্র রক্ষা করিলেন। সকলের উপরে রহিল যাত্রীদিগের চক্র। সেই চক্রের নিম্নেই অতি দৃঢ় স্প্রীং ছিল। বার্বিকেন বুঝিয়াছিলেন যে কামানের মুখ হইতে গোলা বাহির হইলেই যে প্রবল ধাক্কা লাগিবে তাহাতে কাঠের চক্রগুলি একে একে ভাঙ্গিয়া গিয়া এক থাকের জল অপর থাকের জলের সহিত মিশিবে, কাজেই আরোহি-দিগকে কোনো ধাক্কা সহ্য করিতে হইবে না! গোলক নিক্ষিপ্ত হইলে প্রথমে সম্মুখের দিকে এবং পরক্ষণেই পশ্চাতে ধাক্কা লাগিবার কথা। জলের এই অদ্ভুত স্প্রীং থাকিবার জন্য সম্মুখের ধাক্কা যে লাগিতে পারিবে না ইহা বার্বিকেন দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। পশ্চাতের ধাক্কাকে শক্তিহীন করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্প্রীংএর উপর নির্ভর করিতে হইল। গোলকের ভিতরটা পকেট-ঘড়ীর স্প্রীংএর ন্যায় কোমল অথচ সুদৃঢ়, স্প্রীংএর উপর পুরু গদি বসাইয়া মণ্ডিত হইয়াছিল।

এই সকল আয়োজন দেখিয়া মাইকেল আর্দ্দান্ কহিলেন,—"এততেও যদি ধাক্কা লেগে আমাদের হাড়-গোড় ভাঙ্গে, তবে তা ভাঙ্গুক।"

গোলকে প্রবেশ করিবার দ্বার উহার ক্রমশঃ সূক্ষ্ম শিরোভাগে গঠিত হইয়াছিল। যাহাতে ভিতরদিক হইতে অতি দৃঢ়ভাবে সে দ্বার রুদ্ধ করিতে পারা যায় বার্বিকেন ভালো করিয়া সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গোলকে উঠিয়া চন্দ্রলোকে গমন করিলেইত যথেষ্ট হইল না। যাইতে যাইতে চতুর্দ্দিকের পরিদৃশ্যমান জগৎ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও আবশ্যক ছিল। সেই জন্য স্প্রীংএর গদির নিম্নে কাচের ৪টী জানালা বসানো হইয়াছিল! দুইটী গবাক্ষ দুই পার্শ্বে, একটী শিরোদেশে এবং আর একটী তলে নির্ম্মিত হওয়ায় মহাশূন্যে গমনকালে পরিত্যক্তা ধরণী, ক্রমোজ্জ্বল চন্দ্রলোক এবং গ্রহ-নক্ষত্রখচিত অনন্তব্যোম দেখিবার আর কোনো অসুবিধা ছিল না। এই কাচগুলি যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, সে জন্য ধাতুর আবরণ দ্বারা সেগুলি এরূপভাবে আবৃত ছিল যে, গোটাকতক স্ক্রু খুলিলেই জানালার কাচ আপনা হইতেই খুলিয়া যাইত।

গোলকে যাহাতে আলোক ও উত্তাপের অভাব না হয় সে জন্য অত্যন্ত অধিক চাপে আবদ্ধ গ্যাস লওয়া হইল। একটী নলের মুখ খুলিলেই গ্যাস বাহির হইত। বার্বিকেন ছয়দিনের যোগ্য আহার্য্য, পানীয় ও গ্যাস লইলেন। কোনোরূপে জীবনধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন শুধু যে সেই সকল দ্রব্যই গোলকে লওয়া হইল তাহা নহে, যাহাতে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারা যায় তাহারও বন্দোবস্ত

করা হইল। যদি স্থান থাকিত তাঁহা হইলে মাইকেল আর্দ্দান্ :স্নকুমার শিল্পের একটী কর্ম্মশালাই সঙ্গে লইতেন।

আহার্য্য পেয়ঃ এবং আলোকের পরই বাতাসের ব্যবস্থা করা হইল। গোলকের মধ্যে স্বভাবতঃ যে বাতাসটুকু ছিল, তাহা তিন জনের চারি দিনের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্যেরও যোগ্য ছিল না। বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁহার কুকুর দুইটীও যাইতেছিল। সুতরাং পাঁচটী প্রাণীর জন্য প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় অন্ততঃ ৩২ সের অক্সিজেন গ্যাসের প্রয়োজন ছিল। একুশ ভাগ অক্সিজেন এবং উন-আশি ভাগ এজোটের মিশ্রণে বাতাস জন্মে। আমরা যখন নিশ্বাস লই, তখন অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে এজোট বাহির হয়। বদ্ধস্থানে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া বেশীক্ষণ চলিলে বাতাসের অক্সিজেন ফুরাইয়া গিয়া শুধু কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস থাকে। উহা তখন তীব্র বিষের কার্য্য করে। বার্বিকেন দেখিলেন, গোলকে যে পরিমাণ অক্সিজেন ব্যয়িত হইবে তাহা প্রস্তুত এবং প্রশ্বাসিত কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাসের ধ্বংস-সাধন করিতে পারিলেই গোলক মধ্যে বায়ুর অভাব হইবে না।

বার্বিকেন স্থির করিলেন, ক্লোরেট্-অব্-পটাশ এবং কষ্টিক-পটাশ ব্যবহার করিলেই এ উদ্দেশ্য সফল হইবে। চারি শত ডিগ্রী উত্তাপে ক্লোরেট্-অব্-পটাশ, ক্লোরিণ-অব্-পটাশিয়মে রূপান্তরিত হয় এবং উহার ভিতর যে অক্সিজেন থাকে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে। নয় সের ক্লোরেট্-অব্-পটাশে সাড়ে তিন সের অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়। বার্বিকেন দেখিলেন, ২৪ ঘণ্টার জন্য উহাই যথেষ্ট। বাতাসে যে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস থাকে, ক্লোরেট্-অব্-পটাশ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা টানিয়া লয়।

সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরেট্‌-অব্‌-পটাশ এবং কষ্টিক-পটাশ লইবার ব্যবস্থা করা হইল।

ম্যাট্‌সন্‌ কহিলেন,—"যদিও বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখা গেল যে বাতাসের অভাব ঘটিবে না, কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত।"

সকলেই বলিলেন,—"হাঁ—হাঁ—তা' ঠিক। পরীক্ষা করাই উচিত।" তখন সপ্তাহকালের যোগ্য খাগু ও পানীয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরেট্‌ অব্‌-পটাশ এবং কষ্টিক-পটাশ দিয়া সকলে ম্যাট্‌সন্‌কে গোলকমধ্যে আবদ্ধ করিলেন। সপ্তাহ পর দেখা গেল, ম্যাট্‌সন্‌ বেশ সুস্থ-দেহে গোলকমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে ওজন করিয়া বার্বিকেন দেখিলেন, দেহভার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিই হইয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন

চন্দ্রলোক লক্ষ্য করিয়া গোলাটী নিক্ষিপ্ত হইলেই যাহাতে পৃথিবী হইতে উহার গতি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ সে চেষ্টা করিতেছিলেন। চন্দ্র হইতে ৩৯ মাইল দূরে থাকিয়া আমরা উহার সকল অংশ যে ভাবে দেখিতে পারি, সে সময় যে সকল দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, তাহাদের সাহায্যে তদপেক্ষা স্পষ্টতর দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চন্দ্রের তুলনায় কামানের গোলাটী বিন্দুবৎ। সেই বিন্দুকে মহাব্যোমে ধাবিত দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন বুঝিয়া বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে যন্ত্রে কোন পদার্থকে ছয় হাজার গুণ বৃহত্তর করিয়া দেখা যাইত, তাঁহারা তাহার শক্তিকে ছয়গুণ বৃদ্ধি করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ মান-মন্দিরের অধ্যক্ষগণ যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিলেন, তাহার নলটীই দৈর্ঘ্যে ২০০ ফিট হইল। নলের অভ্যন্তরে যে দূরদর্শন কাচ বসিল, তাহার ব্যাস হইল ১৬ ফিট!

বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে চন্দ্রকর অনেকাংশে আপন ঔজ্জ্বল্য হারায়। সুতরাং দূরবীক্ষণ যত ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিতে পারা যাইবে, চন্দ্রকরকে অন্ততঃ ততটুকু স্থানের বায়ুভেদ করিতে হইবে না। কাজেই স্থির হইল যে কেম্ব্রিজের নবাবিষ্কৃত দূরবীক্ষণটী কোনো একটী

উচ্চ শৈলের শৃঙ্গোপরি স্থাপিত করিতে হইবে। অনেক গবেষণার পর নির্দ্ধারিত হইল যে যুক্ত-রাজ্যের রকি-মাউন্টেনের চূড়ার উপর দূরবীক্ষণ বসাইতে হইবে। সে চূড়া ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০৭০১ ফিট উচ্চ।

সে পথ অতি দুর্গম। দুর্ভেদ্য কানন, দূরতিক্রম্য মরু-প্রান্তর, কোথাও ভীমবেগশালিনী গিরি-নদী, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী রাক্ষসতুল্য বর্ব্বর মানুষ সেই দুর্গম পথকে আরো ভীষণ করিয়া রাখিয়াছিল। কখনো যেখানে মনুষ্য সমাগমের সম্ভাবনা ছিল না, সেইখানে বহু যন্ত্রাদি সহ শিল্পিগণ গমন করিলেন। এক বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে বিরাট কায় নব-নির্ম্মিত লৌহ-স্তম্ভাবলীর উপর শেষে অতিকায় দূরবীক্ষণটী যন্ত্র স্থাপিত হইল।

সমস্তই যখন ঠিক হইয়া গেল তখন ষ্টোনিহিলে ভারে ভারে বারুদ আসিতে লাগিল। বার্বিকেন্ দেখিলেন, দশ সহস্র মণ বারুদ একযোগে ষ্টোনিহিলে আসিলে হয়ত কাহারো অসাবধানতায় একটা মহাপ্রলয় ঘটিতে পারে। তিনি অল্পে অল্পে বারুদ আনিতে লাগিলেন। তখন ষ্টোনিহিলের চারিদিকে দুই মাইলের মধ্যে কোন কারণেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুদক্ষ কৌশলী শিল্পিগণ নগ্নপদে কার্য্য করিতে লাগিলেন, পাছে জুতার ঘর্ষণে বারুদের কণা জ্বলিয়া উঠে। শুধু রজনীতে বিদ্যুতের আলোকে কলের সাহায্যে কার্ত্তুস্ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কার্ত্তুসগুলি একে একে লোহার তারে আবদ্ধ হইল এবং অতি সাবধানে কামানের মধ্যে স্থাপিত হইতে লাগিল। কার্ত্তুসের তারের সহিত আর একটী তার লাগাইয়া কামানের গাত্রেস্থিত অতি সূক্ষ্ম একটী ছিদ্রপথে তাহার অপর প্রান্তটী বাহিরে আনা হইল।

একটী শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্র ষ্টোনিহিল হইতে দুই মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু লৌহ-স্তম্ভের শিরে আবদ্ধ করিয়া সেই তারটী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করা হইল। বার্বিকেন্ স্থির করিয়াছিলেন যে উপযুক্ত সময়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে বারুদে আগুন দিবেন।

বারুদের কার্ত্তুসগুলি নিরাপদে কামানে স্থাপিত হইলে পর কাপ্তান নিকল্ পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার তৃতীয় বাজির টাকা বার্বিকেনের হস্তে প্রদান করিলেন।

মাইকেল আর্দ্দানের তখন আদৌ অবসর ছিল না। তিনি নানাবিধ আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাপমান যন্ত্র, দূরবীক্ষণ, সৌর-জগতের মানচিত্র, বন্দুক, গুলি, কোদালি, কুঠার প্রভৃতি সমস্তই তিনি গোলার মধ্যে তুলিলেন। সাধারণ ও অসাধারণ শীত এবং গ্রীষ্মের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদিও সংগৃহীত হইল। ছোট ছোট কৌটায় নানারূপ শস্যের বীজ এবং কয়েকটী গাছের চারা পর্য্যন্ত লওয়া হইল। মাংস এবং অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী ইতিপূর্ব্বেই কলের সাহায্যে পিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্রকায় বর্ত্তুলাকার করা হইয়াছিল। আর্দ্দান্ এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী লইলেন। দুই মাস চলিতে পারে, এই পরিমাণে জল ও ব্রাণ্ডি লওয়া হইল। বার্বিকেন্ তখন পূর্ব্ব কথিত মত জলের স্প্রিংএর উপর বসিবার আসন প্রস্তুত করিলেন এবং বাতাসের অভাব দূর করিবার জন্য দুই মাসের উপযুক্ত ক্লোরেট-অব্-পটাশ ও কষ্টিক্-পটাশ লইলেন।

তখনো কাপ্তান নিকল্ কহিতেছিলেন,—"কিছুতেই গোলা চল্‌বে না!"

বার্বিকেন্। কেন?

নিকল্। ক্রমে ক্রমে গোলাটা যেমন ওজনে ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল, কামানের মধ্যে বসাতে গেলেই সব কার্ত্তুস্‌গুলো জ্ব'লে উঠ্‌বে।

এ কথা শুনিয়া বার্বিকেন্ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাক্।"

তিনি পূর্ব্বেই অতিশয় দৃঢ় ভার-উত্তোলক একটী ক্রেণ আনিয়াছিলেন। তাহার শিকলগুলি অতি সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া বার্বিকেন্ গোলাটী তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন তাঁহার ও গান্-ক্লাবের সদস্যদিগের চিত্তে যে কি আকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, শিকল ত ছিঁড়িবে না? যদি ছিঁড়িয়া যায়, তবেইত সর্ব্বনাশ! গোলা বিপুল বেগে কামানের তলদেশে যাইয়া পড়িবে এবং তৎক্ষণাৎ সেই আঘাতেই কার্ত্তুস্ জ্বলিয়া উঠিবে! ধীরে—অতি ধীরে যন্ত্রের সাহায্যে গোলকটী কামানের মধ্যে নামিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উহা পাতালে প্রবেশ করিতে লাগিল—ক্রমে উহা চক্ষের অন্তরাল হইল। সমিতির সদস্যগণ তখন নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বার্বি-কেনের সাধনা শেষে সিদ্ধিলাভ করিল। গোলকটী নির্ব্বিঘ্নে কামানের তলদেশে স্থাপিত হইল। কাপ্তান নিকল্ টাকা লইয়া বার্বিকেনের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বার্বিকেনের কর ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"বন্ধু! আমি আর একটা বাজিও হারলাম। এই নিন্ তার টাকা।"

বার্বিকেন্ সহাস্য বদনে বলিলেন,—"আপনিও ত এখন আমাদেরই একজন। আপনার কাছ থেকে কি বাজির টাকা লওয়া উচিত?"

নিকল্। নিশ্চয় উচিত। বাজি—চিরদিনই বাজি। নিজের কথা ঠিক রাখতে হ'বে ত? নিন্—টাকা নিন্।

বার্বিকেন্ অর্থের থলি হস্তে লইয়া বলিলেন,—"তা' হ'লে দেখ্‌ছি, আপনাকে আর দুটো বাজিও হারতেই হ'বে।"

নিকল্। দেখা যাক্—যদি হারতেই হয়ত হারব!

দশম পরিচ্ছেদ

যাত্রা

আজ পয়লা ডিসেম্বর। আজ রাত্রি দশটা ছয়চল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের সময় আমেরিকার সেই অদ্ভুত গোলক যাত্রী লইয়া চন্দ্রলোকাভিমুখে ধাইবে—আজ আমেরিকা চন্দ্রলোক জয় করিতে ছুটিবে! হয় আজ—না হয় আবার সেই দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ পর!

প্রভাত হইতে না হইতেই ষ্টোনিহিলের চতুর্দ্দিকে লোক সমাগম আরম্ভ হইল। সপ্তাহ পূর্ব্বেই চারিদিকে পটাবাসের নগর বসিয়াছিল, সারির পর সারি দোকান, সারির পর সারি পান্থশালা বসিয়াছিল। আজ সে সকল লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতি পনের মিনিটে যাত্রীপূর্ণ ট্রেণ আসিতে লাগিল। বার্বিকেন্ সেই নূতন নগরের নাম রাখিয়াছিলেন—আর্দ্দান্ নগর।

পৃথিবীর সকল দেশ হইতে আর্দ্দান্ নগরে দর্শক আসিয়াছিল। আর্দ্দান্ নগরে পৃথিবীর সকল জাতির সমাবেশ ঘটিল—পৃথিবীর সকল ভাষায় কথোপকথন হইতে লাগিল। ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলে সেখানে গায়ে গায়ে মিলিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। সাতটার সময় চন্দ্রদেব আকাশে দেখা দিলেন। মেঘ-নির্ম্মুক্ত পরিচ্ছন্ন আকাশ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া

গেল। লক্ষ লোক তখন চন্দ্রের দিকে চাহিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। রজনীর পর রজনী তাহারা কতবার চন্দ্রদেবকে আকাশ পথে শীতল কিরণ ধারা বর্ষণ করিতে দেখিয়াছে—কিন্তু তখন যেমন দেখিল, মনে হইল যেন তেমন আর কখনো দেখে নাই। সেদিন চন্দ্রের রূপ যেমন মধুর লাগিল—চন্দ্রের কর যেমন সুন্দর ও শীতল লাগিল, মনে হইল যেন তেমন আর কখনো লাগে নাই! চন্দ্র সেদিন পরমাত্মীয়েরও অধিক বলিয়া বোধ হইল—চাহিতে চাহিতে চক্ষে জ্বালা ধরিলেও নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না! সেই লক্ষাধিক লোক সহসা যেন এক মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। সে গীতিধ্বনি এক একবার ষ্টোনিহিলের নিকট হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল— আবার পরমুহূর্ত্তেই স্তরে স্তরে ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্ত্তী হইল।

ফরাসী আর্দ্দান্, কাপ্তান নিকল্ ও বার্বিকেন্ হাসিতে হাসিতে কামানের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রেলে উঠিয়া দূরদেশে ভ্রমণে যাইবার সময় মানুষের মুখে যতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, তাঁহাদের নয়নে বদনে কেহ সেটুকুও লক্ষ্য করিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। তাঁহারা গোলকের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাশ্রুনয়নে ম্যাট্সন্ কহিলেন—

"বার্বিকেন্, এখনো সময় আছে—আমিও আসি।"

"না ম্যাট্সন্, তা' হ'বে না। আমরা আমেরিকার অগ্রদূত হ'য়ে চন্দ্রলোকে যাই। কামান ত' রৈলই, দরকার হ'লে তোমরা আমাদের কাছে দেশের সংবাদ পাঠাতে পার্বে।"

আর্দ্দান্। ঠিক বার্বিকেন্। সেটা এঁদের করতেই হ'বে। আর কিছু না হোক্, মধ্যে মধ্যে এঁরা খাবার-টাবার ত পাঠাতে পারবেন।

এ কথা শুনিয়া ম্যাট্‌সনের হৃদয়ের ভার অনেক কমিয়া গেল। তিনি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন,—"প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় আপনারা খাবার পাবেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পাবেন, সমস্ত যুক্ত-রাজ্যের আশীর্ব্বাদ।"

বিদায়ের ক্ষণ আসিল। ম্যাট্‌সন্ আবেগভরে বন্ধুদিগের সহিত কর মর্দ্দন করিলেন। এ দিকে দুই মাইল দূরে পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়াইয়া এঞ্জিনিয়র মার্টিসন্ তখন একদৃষ্টে তাঁহার ঘড়ীর কাঁটার দিকে চাহিয়াছিলেন।

আর কালবিলম্ব না করিয়া নিকল্, আর্দ্দান্ ও বার্বিকেন্ যন্ত্রের সাহায্যে গোলকের মধ্যে নামিলেন। সেখানে তখন কি সূচীভেদ্য অন্ধকার! জাতীয় সঙ্গীতের ধ্বনি তখনো তাঁহাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। গোলকের মধ্যে নামিয়া তাঁহারা প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভূপৃষ্ঠের সহিত তাঁহাদের সকল সম্বন্ধ দূর হইয়া গেল!

যতই সময় নিকট হইতে লাগিল, দর্শক-মণ্ডলী ততই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইতে লাগিল। ক্রমে জাতীয় সঙ্গীত থামিয়া গেল, সহসা হাস্য-কৌতুক স্তব্ধ হইল। সেই বিরাট প্রান্তর—প্রান্তর মধ্যে সেই বিশাল আর্দ্দান্-নগরী তখন একেবারে নীরব হইল। মনে হইতে লাগিল, সেই লক্ষাধিক লোকের হৃদয়ও যেন তখন আর স্পন্দিত হইতেছে না। সকলে তখন কামানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মার্চিসন্ নীরবে তাঁহার ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়াছিলেন।

দশটা বাজিয়া ছয়চল্লিশ মিনিট হইল। আর চল্লিশ সেকেণ্ড! মার্চিসনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে সেকেণ্ড গণনা করিতে লাগিলেন। দশ—পনেরো—কুড়ি—পঁচিশ—ত্রিশ—! আর দশ সেকেণ্ড মাত্র! সেই চন্দ্রালোকে দর্শকদিগের মধ্যে যাহারা ঘড়ি দেখিতেছিল, তাহারা দারুণ উৎকণ্ঠায় চীৎকার করিয়া উঠিল। পর্ব্বত শিখরে থাকিয়া মার্চিসন্ আবার গণনা করিতে লাগিলেন,—পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশ—সাঁইত্রিশ—আটত্রিশ—! মার্চিসনের দক্ষিণ কর বৈদ্যুতিক যন্ত্রের চাবির দিকে প্রসারিত হইল। তাঁহার করাঙ্গুলী একবার কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার নিশ্বাস একবার রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি আবার গণিলেন—উনচল্লিশ—চ—ল্লি—শ!

তাহার পর কি যে ঘটিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব! শত-সহস্র বজ্র এক সঙ্গে ধ্বনিত হইলে যে শব্দ হয়—কামানের গর্জ্জনের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিয়া বোধ হইল! অকস্মাৎ যেন একটী বিশাল আগ্নেয়গিরি যোজন-ব্যাপী অগ্নি-শিখা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিল। সেই শিখা মুহূর্ত্তের জন্য শুধু ষ্টোনিহিল নয়, সমগ্র ফ্লোরিডা প্রদেশকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া দিল। ষ্টোনিহিল এবং নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসীরা দেখিল, সহসা যেন সূর্য্যোদয় হইয়াছে! পরে জানা গিয়াছিল যে সমুদ্রগামী কোন কোন জাহাজের অধ্যক্ষ সহসা আকাশ পথে এই অভূত-পূর্ব্ব আলোক শিখা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ কম্পন উপস্থিত হইল—সে কম্পনে ষ্টোনিহিল কাঁপিল, আর্দ্দান্ নগর কাঁপিল—টম্পা কাঁপিল—এমন কি সমগ্র ফ্লোরিডা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। দর্শকগণ অনেকেই ধরাশায়ী

হইলেন। কে কাহার গায়ে পড়িল—কে কাহাকে মথিত করিল—প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যাইয়া কে আছাড় খাইয়া নিজের হস্ত-পদ ভাঙ্গিল কে তখন তাহার সংবাদ লয়! ভীষণ চীৎকারে ও দারুণ আর্ত্তনাদে সেই কানন-ভূমি প্রেত-ভূমি হইয়া উঠিল। যাহারা কামানের অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিল, তাহারা বন্দুকের গুলির মত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল!

বায়ুমণ্ডলে তখন এমন ভীষণ কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল যে অবিলম্বে ঘোর ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ে পটাবাস উড়িল—গৃহ পড়িল—কাননে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া নির্ম্মূল হইয়া গেল! টম্পার পথে ট্রেণ রেলপথ হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া প্রান্তর মধ্যে পতিত হইল! বন্দরে যে সকল জাহাজ বাঁধা ছিল, তাহাদের শিকল ছিঁড়িল—নোঙ্গর খসিল—ছাদ উড়িল—মাস্তল ভাঙ্গিল। তাহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া এ উহাকে প্রবল বেগে আঘাত করিতে লাগিল—কেহ বা তীরে আসিয়া ধাক্কা খাইয়া পড়িল—কতক বা ভাসিয়া গেল! এই প্রবল ঝটিকা ঘূর্ণিবায়ুর আকার ধারণ করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া হাহারবে ছুটিতে লাগিল! যে সকল জাহাজ সেই দৈত্যের পথে পড়িল সে সমস্তই মুহূর্ত্তে ডুবিয়া গেল!

দর্শকদিগের দুর্ভাগ্য! নিমেষে সেই পরিচ্ছন্ন আকাশ মেঘলিপ্ত হইয়া উঠিল। সে মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া কাহারো দৃষ্টি আকাশ পথে চলিল না। চন্দ্র, তারকা, সমস্তই সে মেঘে ঢাকিয়া দিল। কামানের গোলার কি যে হইল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না! হাতের দূরবীক্ষণ হাতেই রহিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতেও আকাশ মেঘাচ্ছন্নই রহিল। রাত্রিতেও কেহ চন্দ্রোদয় দেখিতে পাইল না। তার পরদিন কেম্ব্রিজ মান-মন্দির হইতে সংবাদ আসিল যে কামানের গোলা বিপুল বেগে ধাইয়া চলিয়াছে! যুক্তরাজ্যের গৃহে গৃহে সেদিন মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।

সমাপ্ত